ইতিহাসের আলোকে

শিয়াসুন্নী সহযোগিতা

শেখ নাসীর আহমদ

www.nagorikpathagar.org

For Review

ভূমিকা

ইসলাম দুনিয়ার মানুষকে এক উৎসজাত হিসাবে ঘোষণা করেছে। সে ঘোষণা করেছে যে সব মানুষ এক আল্লার বান্দা ও একই পিতামাতার সন্তান তবে আদম সন্তান বিশ্বাসের দিক দিয়ে দু'ভাগে বিভক্ত-একদল খোদানুগত ও একদল খোদাদ্রোহী। যারা খোদানুগত ইসলামের পরিভাষায় তারা মুসলমান। মুসলমানরা আবার চিন্তাধারার দিক দিয়ে দুই উপদলে বিভক্ত—শিয়া ও সুন্নী। শিয়া-সুন্নী ছাড়াও খারেজী, মুতাজেলা প্রভৃতি উপদল মুসলমানদের মধ্যে ছিল কিন্তু আজ তাদের অস্তিত্ব লুপ্তপ্রায়। তারা আজ ঐতিহাসিক স্মৃতিমাত্র। কিন্তু শিয়ারা অতীতের স্মৃতি নয়, তারা নিরেট বর্তমান। বর্তমানে তারা এক আধুনিক ইসলামী রাষ্ট্রের জন্মদাতা কিন্তু আজকের সুন্নীরা তাদের সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানেনা। এই অজানা ও অচেনার ফলে তাদের মধ্যে এক অহেতুক দূরত্ব পয়দা হয়েছে যা মিল্লাতের ঐক্যের পথে বিরাট প্রতিবন্ধক। ইসলাম দুশমন শক্তি এর সুযোগ নিচ্ছে। আমাদের—সুন্নীদের তাই শিয়াদের জানতে হবে। শিয়া কারা? তাদের উদ্ভবের ঐতিহাসিক কারণ কি? শিয়াদের সাথে সুন্নীদের প্রভেদ কোথায়? সার্থক সহাবস্থান কি তাদের মধ্যে সম্ভব? শিয়া-সুন্নী মৈত্রী বা ঐক্যজোট অতীতে কি কখনও হয়েছে?

www.nagorikpathagar.org

কুফরীর মোকাবেলায় দ্বীন-কায়েমের লক্ষ্যে তারা কি আবার এক হতে পারে? এসব মৌলিক প্রশ্নের জবাবদানেই এই পুস্তকের উদ্দেশ্য। অনেকে শিয়া-সুন্নী সম্পর্কে জানতে চান কিন্তু জানার মত কোন সহজ সরল পুস্তক না থাকায় তারা বিভ্রান্তির বেড়াজালে ঘুরপাক খাচ্ছেন। এই পুস্তক তাদের বিভ্রান্তির বেড়াজাল থেকে উদ্ধার করে নতুন জগতের সন্ধান দেবে বলেই আমাদের ধারণা।

আরজ গুজার
নাসীর আহমদ

www.nagorikpathagar.org

ভূমিকা

ইসলাম দুনিয়ার মানুষকে এক উৎসজাত হিসাবে ঘোষণা করেছে। সে ঘোষণা করেছে যে সব মানুষ এক আল্লার বান্দা ও একই পিতামাতার সন্তান তবে আদম সন্তান বিশ্বাসের দিক দিয়ে দু'ভাগে বিভক্ত-একদল খোদানুগত ও একদল খোদাদ্রোহী। যারা খোদানুগত ইসলামের পরিভাষায় তারা মুসলমান। মুসল-মানরা আবার চিন্তাধারার দিক দিয়ে দুই উপদলে বিভক্ত—শিয়া ও সুন্নী। শিয়া-সুন্নী ছাড়াও খারেজী, মুতাজেলা প্রভৃতি উপদল মুসলমানদের মধ্যে ছিল কিন্তু আজ তাদের অস্তিত্ব লুপ্তপ্রায়। তারা আজ ঐতিহাসিক স্মৃতিমাত্র। কিন্তু শিয়ারা অতীতের স্মৃতি নয়, তারা নিরেট বর্তমান। বর্তমানে তারা এক আধুনিক ইসলামী রাষ্ট্রের জন্মদাতা কিন্তু আজকের সুন্নীরা তাদের সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানেনা। এই অজানা ও অচেনার ফলে তাদের মধ্যে এক অহেতুক দূরত্ব পয়দা হয়েছে যা মিল্লাতের ঐক্যের পথে বিরাট প্রতিবন্ধক। ইসলাম দুশমন শক্তি এর সুযোগ নিচ্ছে। আমাদের—সুন্নীদের তাই শিয়াদের জানতে হবে। শিয়া কারা? তাদের উদ্ভবের ঐতিহাসিক কারণ কি? শিয়াদের সাথে সুন্নীদের প্রভেদ কোথায়? সার্থক সহাবস্থান কি তাদের মধ্যে সম্ভব? শিয়া-সুন্নী মৈত্রী বা ঐক্যজোট অতীতে কি কখনও হয়েছে?

www.nagorikpathagar.org

কুফরীর মোকাবেলায় দ্বীন-কায়েমের লক্ষ্যে তারা কি আবার এক হতে পারে? এসব মৌলিক প্রশ্নের জবাবদানেই এই পুস্তকের উদ্দেশ্য। অনেকে শিয়া-সুন্নী সম্পর্কে জানতে চান কিন্তু জানার মত কোন সহজ সরল পুস্তক না থাকায় তারা বিভ্রান্তির বেড়াজালে ঘুরপাক খাচ্ছেন। এই পুস্তক তাদের বিভ্রান্তির বেড়াজাল থেকে উদ্ধার করে নতুন জগতের সন্ধান দেবে বলেই আমাদের ধারণা।

আরজ গুজার
নাসীর আহমদ

www.nagorikpathagar.org

শিয়া সুন্নীর উদ্ভব হল কেন ?

ইসলামী উম্মাহ যে ইসলাম দুশমনদের অব্যাহত হামলার শিকার তার কারণ মুসলমানদের আভ্যন্তরীণ দলাদলি ও ঐক্য সংহতির অভাব। অজ্ঞতার কারণে আম-জনসাধারণ এর প্রতিকার তো দূরের কথা এর কারণও অনুধাবন করতে অক্ষম। সাধারণ মুসলমান বুঝতেই পারেনা যাদের কেতাব এক, কেবলা এক, রসুল এক তারা কেন এক নয়। আল্লামা ইকবাল এতদূর পর্যন্ত বলেছেন যে হিন্দুরা এক ধরণের জাতিভেদের শিকার, আমরা কিন্তু দু'ধরণের জাতিভেদের শিকার। হিন্দুয়ানী জাতিভেদের সাথে মযহাবগত জাতিভেদকেও তিনি মুসলমানদের অধঃপতনের জন্য দায়ী করেছেন। তিনি অত্যন্ত বেদনার্ত চিত্তে এ প্রশ্ন তুলেছেন :—

"যে জাতির তরে লাভক্ষতি দু'য়ে একই মূল্য বহন করে,
ধর্ম-ঈমান এক যাহাদের বিশ্বাস এক রসুল পরে,
এক কাবামুখে এক আল্লায় পূজে যারা এক কোরাণ সুরে
নহে বড় কথা হতো যদি এক মুসলিম সারা জগৎ জুড়ে
কোথা সে একতা শুধু দলভেদ নাহিক অভাব জাতিভেদের,
দুনিয়ায় তবে উন্নতি লাভ কিসে হবে বল মুসলিমের ?"

ইতিহাস সাক্ষী আভ্যন্তরীণ অনৈক্য ও দলাদলীর কারণে মুসলমানদের সব মহৎ প্রয়াসই শেষপর্যন্ত ধ্বংস হয়েছে। তাই আভ্যন্তরীণ ঐক্য সংহতি ইসলামের উত্থানের জন্য এক জরুরী শর্ত। এই শর্ত পূরণ হতে পারে যদি মুসলমানরা আত্ম-আবিষ্কারে অগ্রসর হয়। তারা যদি পরস্পরকে জানাশোনার জন্য আন্তরিকভাবে আগ্রহী হয় তাহলে তারা একথাজেনে বিস্ময়ে হতবাক হবে যে, তাদের মধ্যে কোন মৌলিক বিরোধই নেই। পরস্পরকে

www.nagorikpathagar.org

চেনাশোনার অভাবে তারা এতদিন অজ্ঞতার অন্ধকারে গুঁতোগুঁতি করেছে মাত্র। তাদের অজ্ঞতাকে ইসলাম দুশমন শক্তি কাজে লাগিয়েছে ও অজ্ঞতার কারণে তারা দাবাখেলার ঘুঁটির মত ব্যবহৃত হয়েছে। অজ্ঞতা ও বাড়াবাড়ির কারণে মিল্লাত ঐক্যবদ্ধ হতে পারেনি। যখনই মুসলমানরা কোন বৃহত্তর উদ্দেশ্যে সংগ্রামের পথে অগ্রসর হয়েছে তখনই তাদের মধ্যে ঐক্য সংহতির প্রেরণা জাগ্রত হয়েছে। কিন্তু মুসলমানরা যখন মূল লক্ষ্য বিস্মৃত হয়েছে তখন তারা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে।

দুনিয়াতে মুসলমানদের মূল লক্ষ্য ছিল 'একামতে দ্বীন' বা দ্বীনের প্রতিষ্ঠা। দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য জরুরী হচ্ছে 'আল-জামাত'। 'খেলাফতে রাশেদার সময় এই 'আল-জামাত' বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এই আল-জামাতের পতন হয়। সকল বিপত্তির সূচনা সেখান থেকেই। মনীষী মরহুম মৌলানা মওদূদী লিখেছেন, 'যে সকল কারণে যে পরিস্থিতিতে খেলাফতে রাশেদার পতন হয়, তার অন্যতম ফলশ্রুতি ছিল মুসলিম মিল্লাতের অভ্যন্তরে ধর্মীয় মতবিরোধ সৃষ্টি। অতঃপর খেলাফতে রাশেদা তার যথার্থ অবয়বে প্রতিষ্ঠিত না থাকার কারণেই এ সকল মতবিরোধ শিকড় গেড়ে বসে এবং তাদেরকে বিভিন্নমুখী স্বতন্ত্র দলের ভিত্তি স্থাপনের সুযোগ দেয়। কারণ যথাসময়ে যথাযথভাবে এসব মতবিরোধ দূর করার মতো নির্ভরযোগ্য এবং ক্ষমতাসম্পন্ন কোন প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব রাজতন্ত্রে আদৌ বর্তমান ছিল না।

এ ফেতনার সূচনা বাহ্যত তেমন মারাত্মক ছিল না। সাইয়েদেনা হযরত ওসমান (রাঃ) এর শাসনকালের শেষের দিকে কিছু কিছু রাজনৈতিক অভিযোগ এবং প্রশাসনিক অভিযোগ থেকেই এ গোলযোগের উদ্ভব হয়।

www.nagorikpathagar.org

তখনও তা কেবল একটি গোলযোগের পর্য্যায়েই ছিল। এর পেছনে কোন দর্শন, মতবাদ বা ধর্মীয় আকীদা ছিল না। কিন্তু এর পরিণতিতে যখন তাঁর শাহাদাত সংঘটিত হয় এবং হযরত আলী (রাঃ) এর খেলাফত কালে তুমুল বিরোধ এক ভয়াবহ গৃহযুদ্ধের আকার ধারণ করে, একের পর এক জামাল যুদ্ধ, সিফফীন. যুদ্ধ. সালিসের ঘটনা এবং নাহরাওয়ান যুদ্ধ সংঘটিত হতে থাকে তখন নানাজনের মনে প্রশ্ন দেখা দেয়—এসব যুদ্ধে কে ন্যায়ের পথে আছে এবং কেন? কে অন্যায়ের পথে আছে? তার অন্যায়ের পথে হওয়ার কারণ কি? এ সকল প্রশ্ন নানাস্থানে আলোচনার বিষয় বস্তুতে পরিণত হয়। উভয় দলের কার্য্যকলাপের ব্যাপারে কেউ যদি নীরবতা ও নিরপেক্ষ নীতি অবলম্বন করে, তাহলে কোন্ যুক্তি-প্রমাণের ভিত্তিতে সে এ নীতি অবলম্বন করেছে? এসব প্রশ্ন কয়েকটি নিশ্চিত ও সুস্পষ্ট মতবাদের উদ্ভব ঘটায়। মূলত এসকল মতবাদ ছিল নিরেট রাজনৈতিক। কিন্তু পরে এসব মতবাদের সমর্থকরা তাদের মতবাদ সুদৃঢ় করার জন্য কিছু না কিছু ধর্মীয় ভিত্তি সংগ্রহের প্রয়োজন অনুভব করে। এমনি করে এসব রাজনৈতিক দল ধীরে ধীরে ধর্মীয় দলে রূপান্তরিত হতে থাকে।

অতঃপর মতবিরোধের সূচনাকালে যে সকল খুন খারাবী সংঘটিত হয় এবং পরবর্তীকালে বনী উমাইয়া এবং বনী আব্বাসীয়দের শাসনামলে তা অব্যাহত থাকে. তার ফলে এসব মতবিরোধ আর নিছক বিশ্বাস ও ধারণা-কল্পনায় বিরোধেই সীমিত থাকেনি এবং তাতে সব এমন কঠোরতা দেখা দেয় যা মুসলমানদের ধর্মীয় ঐক্যকে এক বিরাট সংকটের মুখে নিক্ষেপ করে। বিরোধমূলক বিতর্ক ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়ে। প্রতিটি বিষয় থেকে নতুন নতুন রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও দার্শনিক সমস্যা দেখা দেয়। প্রতিটি

www.nagorikpathagar.org

নতুন সমস্যাকে কেন্দ্র করে ফেরকার সৃষ্টি হয়, আর সে সব ফেরকার উদর থেকে আরও অসংখ্য ছোট ছোট ফেরকার জন্ম হতে থাকে। এ সব ফেরকার মধ্যে কেবল পারস্পরিক ঘৃণাবিদ্বেষই সৃষ্টি হয়নি, বরং কলহ বিবাদ ও দাঙ্গা-হাঙ্গামার উদ্ভব হয়। ইরাকের কেন্দ্রস্থল কুফা ছিল এ ফেতনা ফাসাদের সবচেয়ে বড় কেন্দ্র। কারণ ইরাক অঞ্চলেই জামাল, সিফ্‌ফীন এবং নাহরাওয়ান যুদ্ধ সংঘটিত হয়। হযরত হুসাইন (রাঃ) এর শাহাদতের হৃদয় বিদারক ঘটনা এখানেই সংঘটিত হয়। এখানেই জন্ম হয়েছে সকল বড় বড় ফেরকার। বনী উমাইয়া এবং পরে বনী আব্বাসীয়রা তাদের বিরোধী শক্তিকে দমন করার জন্য এখানেই সবচেয়ে বেশী কঠোরতা অবলম্বন করে।

অনৈক্য, বিচ্ছিন্নতা ও মতবিরোধের এ যুগে যে অসংখ্য ফেরকার উদ্ভব হয়, মূলত এ সবের মূলে ছিল ৪টি ফেরকা শীআ, খারেজী, মুর্জিয়া এবং মু'তাযিলা।

শীআ-দের ঐতিহাসিক উত্থান সম্পর্কে মরহুম মওলানা মওদূদী নিম্ন অভিমত ব্যক্ত করেছেন, "হযরত আলী (রাঃ) এর সমর্থক দলকে প্রথমে 'শীআ'নে আলী বলা হতো পরে পরিভাষা হিসাবে এ দলকে কেবল শীআ' বলা হতে থাকে।

বনী হাশেমের কিছু লোক এবং অন্যদের মধ্যেও এমন কিছু লোক ছিল, যারা নবী (সঃ) এর পরে হযরত আলী (রাঃ) কে খেলাফতের জন্য যোগ্যতর ব্যক্তি মনে করতেন। অনেকের এ ধারণাও ছিল যে, তিনি অন্যান্য সাহাবা, বিশেষ করে হযরত ওসমান (রাঃ) থেকে শ্রেষ্ঠ। এমনও কেউ

www.nagorikpathagar.org

কেউ ছিল, যারা নবীর সঙ্গে আত্মীয়তার কারণে তাঁকে খেলাফতের অধিক হকদার মনে করতেন। কিন্তু হযরত ওসমান (রাঃ) এর সময় পর্যন্ত এ ধারণাগুলি কোন সম্প্রদায়গত বিশ্বাসের আকার ধারণ করেনি। এমন চিন্তাধারার লোকেরা তাদের সময়ের খলীফাদের বিরোধীও ছিলনা। বরং তারা প্রথম তিন খলীফারই খেলাফত স্বীকার করতেন।

জামাল যুদ্ধে তালহা (রাঃ) ও যোবায়ের (রাঃ) এর সঙ্গে; সিফফীন যুদ্ধে হযরত মুআবিয়া (রাঃ) এর সঙ্গে এবং নাহরাওয়ান যুদ্ধে খারেজীদের সঙ্গে হযরত আলী (রাঃ) এর বিরোধকালে বিশেষ মতবাদ সম্বলিত একটা দলের উদ্ভব হয়। অতঃপর হযরত হুসাইন (রাঃ) এর শাহাদত এদেরকে আরও সংঘবদ্ধ করে, এদের উৎসাহে ইন্ধন যোগায়—শক্তি দান করে। তাদের মতবাদকে একটা সুস্পষ্ট কাঠামো দেয়। এ ছাড়া বনী উমাইয়াদের শাসন পদ্ধতির ফলে তাদের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের মধ্যে যে ঘৃণা বিস্তার লাভ করে এবং উমাইয়া-আব্বাসীয়দের যুগে আলী (রাঃ) এর বংশধর এবং তাদের সমর্থকদের প্রতি অত্যাচার অনাচারের ফলে মুসলমানদের হৃদয়ে যে সমবেদনার উদ্ভব হয়, তা শীআদের দাওয়াতকে অসাধারণ শক্তি যোগায়। কুফা ছিল এদের সবচেয়ে শক্তিশালী কেন্দ্র। এদের বিশেষ মতবাদ ছিল এই :

এক : ইমামত (খেলাফতের পরিবর্তে এটা তাদের বিশেষ পরিভাষা) জনসাধারণের বিবেচ্য বিষয় নয়। ইমাম নির্বাচনের দায়িত্বভার জনগণের হাতে ন্যস্ত করা যায় না। জনসাধারণ ইমাম বানালেই কোন ব্যক্তি ইমাম হয়ে যাবে না। বরং ইমামত দ্বীনের একটা অঙ্গ, ইসলামের একটি মৌলিক

www.nagorikpathagar.org

ভিত্তি। ইমাম নির্বাচনের ভার জনগণের হাতে ন্যস্ত না করে বরং সুস্পষ্ট নির্দেশের সাহায্যে ইমাম নিযুক্ত করা, নবীর অন্যতম দায়িত্ব।

দুই : ইমামকে মা'সুম নিষ্পাপ হতে হবে। অর্থাৎ তাকে ছোট বড় সকল পাপ থেকে মুক্ত হতে হবে, হতে হবে তা থেকে সংরক্ষিত। তার দ্বারা কোন ভুল-ভ্রান্তি হতে পারবেনা। তার সকল কথা এবং কাজ সত্য হতে হবে।

তিন : রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত আলী (রাঃ)-কে তাঁর পরে ইমাম মনোনীত করেছেন। স্পষ্ট শরীয়তের নির্দেশ মতে তিনি ইমাম।

চার : পূর্ববর্তী ইমামের নির্দেশক্রমে প্রত্যেক ইমামের পরে নতুন ইমাম নিযুক্ত হবেন। কারণ, এ পদে নিয়োগের দায়িত্ব উম্মাতের হাতে ন্যস্ত হয়নি। তাই মুসলমানদের নির্বাচনক্রমে কোন ব্যক্তি ইমাম হতে পারবে না।

পাঁচ : ইমামত কেবল আলী (রাঃ)-র বংশধরদেরই হক—কেবল তাদেরই প্রাপ্য। শীআ'দের সকল দল-উপদল এ ব্যাপারে একমত।

এ সর্বসম্মত মতের পরে শীআ'দের বিভিন্ন উপদলের মধ্যে মত পার্থক্য দেখা দেয়। মধ্যপন্থী শীআ'দের মতে হযরত আলী (রাঃ) সকল মানুষের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি। যে ব্যক্তি তার সাথে লড়াই করে বা বিদ্বেষ পোষণ করে, সে আল্লার দুশমন। সে চিরকাল দোজখে বাস করবে। কাফের মুশরিকদের সাথে তার হাশর হবে। আবুবকর, ওমর এবং ওসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহুম)—যাঁদের তাঁর পূর্বে ইমাম বানানো হয়েছে

www.nagorikpathagar.org

হযরত আলী (রাঃ) তাঁদের খেলাফত অস্বীকার করলে এবং তাদের প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করলে আমরা বলতাম যে, তাঁরাও দোজখী। কিন্তু তিনি যেহেতু তাঁদের নেতৃত্ব মেনে নিয়েছেন, তাঁদের হাতে বায়আত গ্রহণ করেছেন, তাঁদের পিছনে সালাত আদায় করেছেন, তাই আমরা তাঁর কার্য্যকে অস্বীকার করে অগ্রসর হতে পারিনা। আলী (রাঃ) এবং নবী (সঃ)-এর মধ্যে আমরা নবুয়াতের মর্যাদা ছাড়া অন্য কোন পার্থক্য করতে পারিনা। অন্যসব ব্যাপারে আমরা তাঁকে নবীর সমমর্যাদা দিই।

চরমপন্থী শীআ'দের মতে হযরত আলী (রাঃ)-এর পূর্বে যেসব খলীফা খেলাফত গ্রহণ করেছেন, তারা ছিনতাইকারী। আর যারা তাদেরকে খলীফা বানিয়েছেন, তারা গুমরাহ ও যালেম। কারণ তারা নবীর ওসিয়্যাত অস্বীকার করেছে, সত্যিকার ইমামাক তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে। এদের কেউ কেউ আরও কঠোরতা অবলম্বন করে প্রথম তিন খলীফা এবং যারা তদেরকে খলীফা বানিয়েছে, তাদেরকে কাফেরও বলে।

এদের মধ্যে সবচেয়ে নরম মত হচ্ছে যায়দিয়াদের। এরা যায়েদ ইবনে আলী ইবনে হুসাইন (ওফাত ১২২ হিজরী—৭৪০ ঈসায়ী)-এর অনুসারী। এরা হযরত আলী (রাঃ)-কে উত্তম মনে করে। কিন্তু, এদের মতে উত্তমের উপস্থিতিতে অ-উত্তম ব্যক্তির ইমাম হওয়া অবৈধ নয়। উপরন্তু এদের মতে হযরত আলী (রাঃ) -এর স্বপক্ষে স্পষ্টত এবং ব্যক্তিগতভাবে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কোন নির্দেশ ছিল না। তাই এরা হযরত অবুবকর ও ওমর (রাঃ)-এর খেলাকত স্বীকার করতো। তবুও এদের মতে ফাতেমার বংশধরদের মধ্যে কোন যোগ্য ব্যক্তির ইমাম হওয়া উচিৎ। তবে এ

www.nagorikpathagar.org

জন্য শর্ত এই যে, তাকে বাদশাদের বিরুদ্ধে ইমামতের দাবী নিয়ে দাঁড়াতে হবে এবং ইমামতের দাবী করতে হবে।"

শীআ'দের এই মতামত সাধারণভাবে মুসলমানরা মেনে নেয়নি, এমনকি শীআ'দের গর্ভজাত খারেজীরাও ছিল এর সম্পূর্ণ বিরোধী। মরহুম মওলানা মওদূদী সাহেব লিখেছেন, "শীআ' মতবাদের সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী মতবাদের অধিকারী দলটি ছিল খারেজী। সিফ্‌ফীন যুদ্ধকালে হযরত আলী (রাঃ) এবং হযরত মুআ'বিয়া (রাঃ) যখন নিজেদের মতবিরোধ নিরসনে দু'জন লোককে সালিস নিযুক্তিতে সম্মত হন, ঠিক সে সময় এ দলের উদ্ভব হয়। তখন পর্যন্ত এরা হযরত আলী (রাঃ)-এর সমর্থক ছিল। কিন্তু সালিস নিযুক্তির বিষয়কে কেন্দ্র করে এরা বিগড়ে যায়। এরা বলে : আল্লার পরিবর্তে মানুষকে ফায়সালাকারী স্বীকার করে আপনি কাফের হয়ে গেছেন। অতঃপর এরা আপন মতবাদের ব্যাপারে অনেকদূর এগিয়ে যায়। যেহেতু এরা ছিল চরম কঠোর মনোভাব সম্পন্ন উপরন্তু এরা নিজেদের থেকে ভিন্ন মতবাদ পোষণকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা এবং যালেম সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘোষণার সমর্থক ছিল, তাই দীর্ঘকাল পর্যন্ত এরা খুন-খারাবী চালিয়ে যেতে থাকে। শেষ পর্যন্ত আব্বাসীয় শাসনামলে এদের শক্তি নির্মূল হয়ে যায়।"

এদেরও সবচেয়ে বেশী শক্তি ছিল ইরাকে। বসরা এবং কুফার মধ্যবর্তী 'আল-বাতায়েহ' নামক স্থানে এদের বড় বড় আখড়া ছিল। এদের মতবাদের সংক্ষিপ্তসার নিম্নরূপ :

এক : এরা হযরত আবুবকর (রাঃ) এবং হযরত ওমর (রাঃ)-এর

www.nagorikpathagar.org

খেলাফতকে বৈধ স্বীকার করতো। কিন্তু এদের মতে খেলাফতের শেষের দিকে হযরত ওসমান (রাঃ) ন্যায় এবং সত্যচ্যুত হয়েছেন। তিনি হত্যা বা পদচ্যুতির যোগ্য ছিলেন। আল্লাহ ছাড়া মানুষকে সালিস নিযুক্ত করে হযরত আলী (রাঃ)-ও কবীরা গুনাহের ভাগী হয়েছেন। উপরন্তু উভয় সালিস অর্থাৎ হযরত আমর ইবনুল আ'স, এদেরকে সালিস নিযুক্তকারী অর্থাৎ হযরত আলী (রাঃ) এবং হযরত মুআ'বিয়া (রাঃ) এবং এদের সালিসীতে সন্তুষ্ট ব্যক্তিবর্গ অর্থাৎ আলী (রাঃ) এবং মুআ'বিয়া (রাঃ)-এর সকল সাথীই গুনাহগার ছিল। হযরত তালহা যোবায়ের এবং উম্মুল মু'মেনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) সমেত জামাল যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সকলেই বিরাট পাপের ভাগী ছিলেন।"

কিন্তু তারা এই পর্যন্ত এসেই ক্ষান্ত থাকেনি বরং আরও অগ্রসর হয়ে সীমালংঘন করে বসেছেন। মনীষী মওলানা মওদূদীর ভাষায়, "তাদের মতে পাপ কুফরীর সমর্থক। সকল কবীরা গুনাহকারীকে এরা কাফের বলে আখ্যায়িত করে (যদি তারা তাওবা করে গুনাহ থেকে প্রত্যাবর্তন না করে)। তাই ওপরে যেসব বুযর্গের উল্লেখ কয়া হয়েছে, এরা তাঁদের সকলকেই প্রকাশ্যে কাফের বলতো। বরং তাঁদেরকে অভিসম্পাত করতে এবং গালীগালাজ করতেও এরা ভয় পেতো না. উপরন্তু সাধারণ মুসলমানকেও এরা কাফের বলতো। কারণ প্রথমত. তারা পাপমুক্ত নয়। দ্বিতীয়ত, পূর্বোক্ত সাহাবীদেরকে তারা কেবল মু'মিনই স্বীকার করতো না বরং নিজেদের নেতা বলেও গ্রহণ করতো। তাদের বর্ণিত হাদীস থেকে শরীয়তের বিধানও প্রমান করেন।"

কিন্তু খারেজীরা চিন্তার ক্ষেত্রে অনেক প্রাগ্রসরও ছিল। যুগের

www.nagorikpathagar.org

অগ্রবর্ত্তী অনেক ধ্যান-ধারণাও তাদের ছিল। "খেলাফত সম্পর্কে তাদের মত এই ছিল যে, কেবল মুসলমানদের স্বাধীন মতামতের ভিত্তিতেই তা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

খলীফাকে কুরাইশী বংশোদ্ভূত হতেই হবে এ কথা তারা স্বীকার করতো না। তারা বলতো, কুরাইশী, অ-কুরাইশী—যাকেই মুসলমানরা নির্বাচিত করে, সে-ই বৈধ খলীফা।

তারা মনে করতো যে, খলীফা যতক্ষণ ন্যায় ও কল্যাণের পথে অটল-অবিচল থাকে, ততক্ষণ তার আনুগত্য ওয়াজেব কিন্তু সে যদি এ পথে থেকে বিচ্যুত হয় তখন তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা, তাকে পদচ্যুত এবং হত্যা করাও ওয়াজেব।

তাদের উপরোক্ত পাচ নম্বর মতামতে বাড়াবাড়ি পরিদৃষ্ট হয়। এই বাড়াবাড়ির কারণেই তারা মুআ'বিয়া, হযরত আলী ও আমরবিন আ'সকে (রাঃ) হত্যার ষড়যন্ত্র করে। তাদের ষড়যন্ত্র মুআ'বিয়া ও আমরবিন আ'সের ক্ষেত্রে ব্যর্থ হলেও হযরত আলীর (রাঃ) বিরুদ্ধে কার্যকরী হয়। তাদের হাতেই হযরত আলী (রাঃ) শাহাদত বরণ করেন। খেলাফতের পতনের জন্য তারাই প্রত্যক্ষভাবে দায়ী। দু'টো মন্দের মধ্যে কম মন্দকে গ্রহণ করবার মতো মানসিক ভারসাম্য যদি তাদের থাকতো তাহলে এ বিপত্তি দেখা দিত না। যাহোক "কুরআনকে তারা ইসলামী আইনের মৌলিক উৎস হিসাবে মানতো। কিন্তু হাদীস ও ইজমা'র ক্ষেত্রে তাদের মত সাধারণ মুসলমান থেকে স্বতন্ত্র ছিল।"

www.nagorikpathagar.org

খারেজীরা অনেকটা নৈরাজ্যবাদীও ছিল। তারা কমুনিষ্ট উম্মার্গগামীদের ন্যায় রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তাও স্বীকার করতো না। অধিকন্তু নকশালদের মতো খুন-খারাবীতে অত্যুৎসাহী ছিল। সমাজবিজ্ঞানী মওলানা মওদূদীর (রহঃ) ভাষায়, "এদের একটি বড় দল—যাদেরকে 'আন-নাজদাত' বলা হয়—মনে করতো যে, খেলাফত তথা রাষ্ট্র-সরকার প্রতিষ্ঠা আদতেই অপ্রয়োজনীয়—এর কোন দরকার নেই। মুসলমানদেরকে নিজেদের পক্ষ থেকে সামাজিকভাবে কাজ করা উচিৎ। অবশ্য তারা যদি খলীফা নির্বাচন করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে, তা-ও করতে পারে তারা। এমনটি করাও জায়েয—বৈধ।

এদের সবচেয়ে বড় দল আযারেকা নিজেদের ছাড়া অন্য সকল মুসলমানকে মুশরিক বলতো। এদের মতে নিজেদের ছাড়া আর কারো আযানে সাড়া দেয়া খারেজীদের জন্য জায়েজ নয়। অন্য কারো জবাই করা পশু তাদের জন্য হালাল নয়; কারো সাথে বৈবাহিক সম্পর্কও জায়েজ নয়। খারেজী আর অ-খারেজী একে অন্যের উত্তরাধিকারী হতে পারেনা। এরা অন্য সব মুসলমানদের বিরুদ্ধে জিহাদকে ফরয আইন মনে করতো। তাদের স্ত্রী-দের হত্যা করা এবং ধনসম্পদ লুণ্ঠন করাকে 'মোবাহ মনে করতো। তাদের নিজেদের মধ্যকার যেসব লোক এ জিহাদে অংশ গ্রহণ করেনা, তাদেরকেও কাফের মনে করতো। তারা তাদের বিরোধী-দের ধন-সম্পদ আত্মসাৎ করাকে হালাল মনে করতো। মুসলমানদের প্রতি তাদের কঠোরতা এমন পর্যায়ে পৌছে গিয়েছিল যে, মুসলমানদের তুলনায় তাদের কাছে অমুসলিমরা অধিক নিরাপত্তা লাভ করতো।

www.nagorikpathagar.org

এদের সবচেয়ে নমনীয় দল ছিল ইবাদিয়া। এরা সাধারণ মুসলমানকে কাফের বললেও মুশরিক বলা থেকে বিরত থাকতো। তারা বলতো, 'এরা মু'মিন নয়'। অবশ্য তারা মুসলমানদের সাক্ষ্য গ্রহণ করতো। এদের সাথে বিবাহ-শাদী এবং উত্তরাধিকারকে বৈধ জ্ঞান করতো। এরা তাদের অঞ্চলকে দারুল কুফর বা দারুল হারব নয়, বরং দারুত-তাওহীদ মনে করতো। অবশ্য সরকারের কেন্দ্রকে এরা দারুত-তাওহীদ মনে করতো না। গোপনে মুসলমানদের ওপর অক্রমণ করাকে তারা অবৈধ মনে করতো। অবশ্য প্রকাশ্য যুদ্ধকে তারা বৈধ মনে করতো।"

এসব দ্বন্দ্ব-বিরোধের মাঝে তৃতীয় একটা দলও ছিল

মওদূদী সাহেবের বয়ানমতে, "শীআ' এবং খারেজীদের চরম পরস্পর বিরোধী মতবাদের প্রতিক্রিয়া একটি তৃতীয় দলের আকারে প্রকাশ পেয়েছে। এ দলটিকে মুর্জিয়া বলে অভিহিত করা হয়। হযরত আলীর (রাঃ) বিভিন্ন যুদ্ধের ব্যাপারে কিছু লোক তাঁর পূর্ণ সমর্থক ছিল এবং কিছু লোক চরম বিরোধী ছিল। একটি দল নিরপেক্ষও ছিল। এরা গৃহযুদ্ধকে ফেতনা মনে করে দূরে সরে ছিল অথবা এ ব্যাপারে কে ন্যায়ের পথে আর কে অন্যায়ের পথে আছে এ সম্পর্কে সন্দিগ্ধ ছিল। মুসলমানদের পরস্পরের মধ্যে খুন-খারাবী একটি বিরাট অন্যায় – একথা তারা অবশ্যই উপলব্ধি করতো। কিন্তু এরা সংঘর্ষে লিপ্ত কাউকে খারাপ বানাতে প্রস্তুত ছিল না। তারা এ বিষয়ের ফয়সালা আল্লাহর উপর ছেড়ে দিতো – কিয়ামতের দিন তিনিই ফায়সালা করবেন, কে ন্যায়ের পথে আছে আর কে অন্যায়ের পথে এ

www.nagorikpathagar.org

পর্যন্ত তাদের চিন্তাধারা সাধারণ মুসলমানদের চিন্তাধারার বিরোধী ছিল না। কিন্তু শীআ' এবং খারেজীরা যখন তাদের চরম মতবাদের ভিত্তিতে কুফরী আর ঈমানের প্রশ্ন ওঠাতে শুরু করে এবং তা নিয়ে ঝগড়া ও তর্কবিতর্কের সিলসিলা শুরু হয় তখন এ নিরপেক্ষ দলটিও নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গির স্বপক্ষে স্বতন্ত্র ধর্মীয় দর্শন দাঁড় করায়।"

এদের ধর্মীয় দর্শনের সার সংক্ষেপ এই :

এক : কেবল আল্লাহ্ এবং রসূলের মারেফাতের নাম ঈমান। আমল ঈমানের মূলতত্ত্বের পর্যায়ভুক্ত নয়। তাই, ফরয পরিত্যাগ এবং কবিরা গুনাহ করা সত্ত্বেও একজন লোক মুসলমান থাকে।

দুই : নাজাত কেবল ঈমানের উপর নির্ভরশীল। ঈমানের সাথে কোন পাপাচার মানুষের ক্ষতি করতে পারে না। কেবল শিরক থেকে বিরত থেকে তাওহীদ বিশ্বাসের উপরে মৃত্যু বরণই মানুষের নাযাতের জন্য যথেষ্ট।

কোন মুর্জিয়া আরও অগ্রসর হয়ে বলে যে, শিরক থেকে নিকৃষ্ট যতবড় পাপই করা হোক না কেন, অবশ্যই তা ক্ষমা করা হবে। কেউ কেউ আরও এক ধাপ অগ্রসর হয়ে বলে যে, মানুষ যদি অন্তরে ঈমান পোষণ করে, এবং সে যদি দারুল ইসলামেও বসে—যেখানে কারো পক্ষ থেকে কোন আশংকা নেই—মুখে কুফরী ঘোষণা করে বা মূর্তিপূজা করে বা ইয়াহুদবাদ খৃষ্টবাদ গ্রহণ করে—এতদসত্ত্বেও সে কামেল ঈমানদার, আল্লার ওলী এবং জান্নাতী।

www.nagorikpathagar.org

এ চিন্তাধারার কাছাকাছি আর একটি দৃষ্টিভঙ্গী এই ছিল যে, আমর বিল মা'রুফ এবং নাহী আনিল মুনকার—ভাল কাজের নির্দেশ এবং খারাপ কাজের নিষেধ—এর জন্য যদি অস্ত্র ধারণের প্রয়োজন দেখা দেয়—তা হলে এটা একটা ফেতনা। সরকার ছাড়া অন্যদের খারাপ কাজে বাধা দেওয়া নিঃসন্দেহে জায়েজ—কিন্তু সরকারের যুলুম-নির্যাতনের বিরুদ্ধে মুখ খোলা জায়েয নয়। আল্লামা আবুবকর জাস্‌সাস এ জন্য অত্যন্ত কঠোর ভাষায় অভিযোগ করে বলেন, এসব চিন্তা যালেমের হস্ত সুদৃঢ় করেছে। অন্যায় এবং ভ্রান্তির বিরুদ্ধে মুসলমানদের প্রতিরোধ শক্তিকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে।"

অসংখ্য গোমরাহ সুফী এখান থেকেই রসধারা সংগ্রহ করেছে। দারাশিকোর ন্যায় গুমরাহ সুফীরা যে কুফরীর সাথে আপোষ করতে উদ্বুদ্ধ হয়েছে তার কারণ সম্ভবত এখানে। আজো মুসলমানরা যে জাতীয়তাবাদী, সমাজতন্ত্রী হয় ও নিজেদের মুসলমান এমনকি কুফরীর খেদমত করেও অলী আল্লাহ বলে যায় তারও মূল নিহিত রয়েছে এই ভ্রান্ত চিন্তাধারার মধ্যে। বর্তমান যুগে কোন কোন জামাত বিশেষের শরীয়ত আন্দোলনে সামিল না হওয়ার কারণ সম্ভবত এই সুন্নাহ বিরোধী মনোভাব।

মু'তাযিলা

এ সংঘাতমুখর যুগে একটি চতুর্থ মতবাদও জন্ম নেয়। ইসলামের ইতিহাসে যা ইতিযাল নামে অভিহিত। অবশ্য প্রথম তিনটি দলের মতো এ দলের জন্মও নিরেট রাজনৈতিক কার্যকলাপের পরিণতি ছিল না। তা

www.nagorikpathagar.org

সত্ত্বেও এ দলটি সমকালীন রাজনৈতিক সমস্যার ব্যাপারে কতিপয় সুস্পষ্ট দর্শন উপস্থাপিত করেছে; মতবাদ এবং চিন্তাধারার লড়াইয়ে অত্যন্ত সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছে। সমকালীন রাজনৈতিক কার্যকারণের ফলে সারা মুসলিম জাহানে, বিশেষ করে ইরাকে যে মতবাদের দ্বন্দ্ব চলছিল তাতে তারা শক্তিশালী ভূমিকা নিয়েছে। এ মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা ছিল ওয়াসেল ইবনে আতা (৮০ – ১০১ হিজরী ঃ ৬৯৯ – ৭৪৮ ঈসায়ী) এবং আমর ইবনে ওবায়েদ (মৃত্যু : ১৪৫ হিজরী – ৭৬৩ ঈসায়ী)। প্রথম দিকে বসরা ছিল এদের আলোচনার কেন্দ্রস্থল।

এদের রাজনৈতিক মতবাদের সার-সংক্ষেপ এই :

এক : এদের মতে ইমাম নিযুক্তি (অর্থাৎ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা) শরীয়াতের দৃষ্টিতে ওয়াজিব। আবার কোন কোন মু'তাযিলার মতে ইমামের আদৌ কোন প্রয়োজন নেই। উম্মাত নিজে যদি ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে, তাহলে ইমাম নিযুক্তি অর্থহীন।

দুই : এদের মতে ইমাম নির্বাচনের ভার উম্মাতের উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। উম্মাতের নির্বাচনক্রমেই ইমামত প্রতিষ্ঠিত হয়। কোন কোন মু'তাযিলা অতিরিক্ত শর্ত আরোপ করে বলে যে, ইমামত কায়েম করার জন্য সমস্ত উম্মাতের একমত হওয়া প্রয়োজন। বিপর্যয় এবং মতভেদের পরিস্থিতিতে ইমাম নিযুক্ত করা যায় না।

তিন : এদের মতে উম্মাত নিজের ইচ্ছামতো যে কোন সৎ এবং যোগ্য মুসলমানকে ইমাম বানাতে পারে। এ ব্যাপারে কুরায়শী, আরবী

www.nagorikpathagar.org

বা আজমীর কোন শর্ত নেই। কোন কোন মু'তাযিলা আরও অগ্রসর হয়ে বলে যে, আজমীকে ইমাম করাই শ্রেয়। বরং মুক্ত ক্রীতদাসকে ইমাম করা হলে তা আরও উত্তম। কারণ ইমামের সমর্থক সংখ্যা অধিক না থাকলে যুলুম-নির্যাতনকালে তাকে অপসারণ করা সহজ হবে। যেন সরকারকে স্থিতিশীল করার তুলনায় শাসকদেরকে কিভাবে সহজে অপসারণ করা যায় সেই চিন্তাই এদের বেশী।

চার : এদের মতে দুষ্কৃতকারী ইমামের পিছনে সালাত জায়েয নয়।

পাঁচ : আমর বিল মা'রুফ এবং নিহী আনিল মুনকার—ভাল কাজের নির্দেশ এবং মন্দ কার্য থেকে বারণও এদের অন্যতম মূলনীতি। বিদ্রোহের ক্ষমতা থাকলে এবং বিপ্লব সফল করার সমাবেশ থাকলে অন্যায়—অত্যাচারী সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকে এরা ওয়াজিব মনে করতো। এ কারণে এরা উমাইয়া খলীফা ওয়ালীদ ইবনে ইয়াযীদ (১২৫—১২৬ হিজরী : ৭৪৩—৭৪৪ ঈসায়ী)-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহে এরা অংশগ্রহণ করে। এবং তার পরিবর্তে ইয়াযীদ ইবনে ওয়ালীদকে ক্ষমতাসীন করার চেষ্টা করে। কারণ, তিনি তাদের সমমনা মুতাযেলা মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন।

ছয় : খারেজী এবং মুর্জিয়াদের মধ্যে কুফর এবং ঈমানের ব্যাপারে যে বিরোধ চলে আসছিল, সে ব্যাপারে এদের নিজস্ব ফয়সালা এই ছিল যে, পাপী মুসলমান মু'মিনও নয়, কাফেরও নয়; বরং এ দু'য়ের মাঝামাঝি অবস্থায় থাকে।

www.nagorikpathagar.org

এ সব মতবাদ ছাড়াও সাহাবাদের মতবিরোধ এবং অতীত খেলাফতের ব্যাপারেও এরা নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করে। ওয়াসেল ইবনে আ-তার উক্তি ছিল : জামাল এবং সিফ্‌ফীন যুদ্ধের পক্ষদ্বয়ের মধ্যে কোন এক পক্ষ ফাসেক ছিল। কিন্তু কোন পক্ষ ফাসেকী কাজ করেছিল, তা নিশ্চিত করে বলা চলেনা। এ কারণে এরা বলতো যে, আলী, তালহা এবং যোবায়ের (রাঃ) যদি এক আঁটি তরকারীর ব্যাপারেও সাক্ষ্য দেয়, তাহলেও আমি এদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবোনা। কারণ এদের ফাসেক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আমর ইবনে ওবায়েদের মতে উভয় পক্ষই ফাসেক ছিল। এরা হযরত ওসমান (রাঃ)-এরও কঠোর সমালোচনা করে। এমনকি এদের কেউ কেউ হযরত ওমর (রাঃ)-কেও গালমন্দ দেয়। এ ছাড়া অনেক মুতাযিলা ইসলামী আইনের উৎসের মধ্য থেকে হাদীস এবং ইজমাকে প্রায় বাতিলই করে।

এসব দ্বন্দমুখর এবং চরমপন্থী দলগুলোর মধ্যে মুসলমানদের বৃহত্তম অংশ খোলাফায়ে রাসেদীনের আমল থেকে যেসব মূলনীতি ও আদর্শ সর্বসম্মতভাবে চলে আসছিল সেগুলোর ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। সাধারণতঃ সাহাবা-তাবেঈন এবং সাধারণ মুসলমানরা শুরু থেকে সেগুলোকেই ইসলামী মূলনীতি ও আদর্শ মনে করতেন। মুসলিম একগোষ্ঠীর শতকরা ৮/১০ জন এ ফেরকাবাদীতে প্রভাবিত হয়েছে। অবশিষ্ট সকলেই ছিল গণ মানুষের চিন্তা-বিশ্বাসের উপর অটল-অবিচল।

মরহুম মওলানা আরও লিখেছেন যে "ইমাম আবু হানীফা (রঃ) প্রথম ব্যক্তি, যিনি আল-ফিকহুল আকবার রচনা করে এ সব ধর্মীয়

www.nagorikpathagar.org

ফিরকার মোকাবেলায় আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত-এর আকীদা সপ্রমাণ করেছেন।"

এ গ্রন্থে আমাদের আলোচ্য বিষয় সংক্রান্ত যেসব প্রশ্ন নিয়ে তিনি আলোচনা করেছেন তার প্রথমটি হচ্ছে খোলাফায়ে রাশেদীনের ভূমিকা সংক্রান্ত। ধর্মীয় ফেরকাগুলো এদের কারোর কারোর খেলাফতের যথার্থতার প্রশ্ন উত্থাপন করে। তাঁদের কে কার চেয়ে অধিক মর্যাদাবান? বরং তাঁদের কেউ মুসলমানও ছিলেন কিনা? এ সকল প্রশ্নের ধরণ অতীতের কতিপয় ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে নিছক ঐতিহাসিক রায়ই ছিলনা, বরং তা থেকে মৌলিক প্রশ্ন সৃষ্টি হতো যে, যেভাবে এ সব খলীফাদেরকে মুসলমানদের ইমাম বানানো হয়েছিল, তাকে ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান নিযুক্তির আইনগত পন্থা স্বীকার করা হবে কিনা। এ ছাড়া তাঁদের কারো খেলাফত সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করা হলে তা থেকে প্রশ্ন দাঁড়ায়, তার সময়ের ইজমা-ভিত্তিক ফায়সালা ইসলামী আইনের অংশ বলে স্বীকৃত হবে কিনা, এবং সে খলীফার নিজস্ব ফায়সালা আইনসিদ্ধ নযীর এবং মর্যাদা পাবে কিনা? এ ছাড়াও তাঁর খেলাফতের বৈধ-অবৈধ এবং তাঁর ইমাম থাকা না থাকা এমনকি তাঁদের মধ্যে কারুর উপর কারুর ফযীলত (প্রাধান্য)-এর প্রশ্নও আপনা আপনিই এ প্রশ্নে এসে দাঁড়ায় যে, পরবর্তীকালের মুসলমানরা সে প্রাথমিক ইসলামী সমাজের প্রতি আস্থা রাখে কিনা। তাদের সমষ্টিগত ফায়সালাকে স্বীকার করে কিনা, যেসব ফায়সালা নবী (সঃ)-এর সরাসরি হেদায়াত-তারবিয়াত (পথনির্দেশ এবং দীক্ষা)-এর ভিত্তিতে গৃহীত হয়েছিল এবং যার মাধ্যমেই কুরআন, রসূলের সুন্নাহও ইসলামী বিধানের সমস্ত জ্ঞান পরবর্তী বংশধরদের নিকট পৌঁছেছিল।

www.nagorikpathagar.org

দ্বিতীয় প্রশ্নটি হচ্ছে সাহাবাদের জামায়াতের পজিশন সংক্রান্ত। একটি দল—যার বিপুলাংশকে একটি দল যালেম, গুমরাহ বরং কাফের পর্যন্ত বলতো। কারণ, তারা প্রথম তিনজন খলীফাকে ইমাম বানিয়েছিল। খাওয়ারেজ এবং মু'তাযিলারা যাদের এক বিরাট জনসংখ্যাকে কাফের-ফাসেক আখ্যায়িত করতো। এ প্রশ্নটিও পরবর্তীকালে নিছক একটি ঐতিহাসিক প্রশ্নের পর্য্যায়ে ছিল না। বরং তা থেকে আপনা আপনি এ প্রশ্নও দাঁড়ায় যে, তাদের মাধ্যমে নবী (স:) থেকে যেসব বিধান বর্ণিত হয়েছে, তা ইসলামী আইনের উৎস হবে কিনা ?

তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হচ্ছে ঈমানের সংজ্ঞা, ঈমান কুফর-এর মৌলিক পার্থক্য এবং গুনাহের প্রভাব-পরিণতি সম্পর্কে। খাওয়ারেজ, মু'তাযিলা এবং মুর্যিয়াদের মধ্যে এ নিয়ে কঠোর বিতর্কের সৃষ্টি হয়। এ প্রশ্নটিও নিছক দ্বীনিয়াতের প্রশ্ন ছিলনা, বরং মুসলিম সমাজগঠনের সাথে এর গভীর সম্পর্ক ছিল। কারণ এ সম্পর্কে যে ফায়সালাই করা হবে, মুসলমানদের সামাজিক অধিকারে এবং তাদের আইন সংক্রান্ত ব্যাপারে অবশ্যই তার প্রভাব পড়বে। উপরন্তু একটা ইসলামী রাষ্ট্রে এ থেকে এ প্রশ্নও সৃষ্টি হতো যে, পাপাচারী শাসকদের শাসনে জুমা, এবং জামায়াতের মতো ধর্মীয় কার্য, আদালত তথা বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা এবং যুদ্ধ ও জেহাদের মতো রাজনৈতিক কার্য যথার্থভাবে কিভাবে করা যাবে, অথবা আদৌ করা যাবে কিনা ?

ইমাম আবু হানীফা (র:) এ সব সমস্যা সম্পর্কে আহলুস সুন্নাতের যে মত-পথ সপ্রমান করেছেন, তা এই :

www.nagorikpathagar.org

খোলাফায়ে রাসেদীন প্রসঙ্গ

"রাসূলুল্লার পরে সর্বোত্তম মানুষ আবুবকর সিদ্দিক, তারপর ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) তারপর ওসমান ইবনে আফ্‌ফান (রাঃ) অতঃপর আলী ইবনে আবুতালেব (রাঃ) আনহুম। এঁরা সকলেই হকের উপর ছিলেন আর সত্যের সাথেই তাঁরা জীবনযাপন করেন।"………

সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে

………"আমরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সমস্ত সাহাবীকেই ভালবাসি। তাঁদের কারো ভালবাসায় সীমালংঘন করিনা, কাউকে গালমন্দ দিব না। যারা তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে এবং তাদেরকে মন্দ বলে, আমরা না-পছন্দ করি। ভাল ব্যতীত অন্য কোনভাবে তাদের আলোচনা করিনা।"

অবশ্য সাহাবাদের (রাঃ) গৃহযুদ্ধ সম্পর্কে ইমাম আবু হানীফা (রঃ) তাঁর মত ব্যক্ত করতে কুন্ঠিত হননি। তিনি স্পষ্টভাবে বলেন যে, যাদের হযরত আলীর (রাঃ)-এর যুদ্ধ হয়েছে তাদের তুলনায় আলী (রাঃ) অধিক সত্যাশ্রয়ী ছিলেন। কিন্তু প্রতিপক্ষকে নিন্দা করা থেকে তিনি সর্বতোভাবে বিরত থাকেন।

ঈমানের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "মুখে স্বীকার ও অন্তরে বিশ্বাস করার নাম ঈমান। …আমল ঈমান থেকে পৃথক জিনিস, আর ঈমান আমল থেকে পৃথক। এর প্রমাণ এই যে, কোন কোন সময় ম'মিন থেকে আমল অপসৃত হয়ে যায়, কিন্তু ঈমান অপসৃত হয় না। ………

www.nagorikpathagar.org

গুনাহ এবং কুফরের পার্থক্য

"কোন গুনাহ্‌র ভিত্তিতে—তা যত বড়ই হউক না কেন—আমরা কোন মুসলমানকে কাফের সাব্যস্ত করিনা, যতক্ষণ সে তাকে হালাল বলে স্বীকার না করে। আমরা তার থেকে ঈমান অপসারণ করতে পারিনা, বরং মূলত তাকে মু'মিন বলেই মনে করি। একজন মু'মিন ব্যক্তি ফাসেক (পাপাচারী) হতে পারে, কিন্তু কাফের নয়—আমাদের মতে এমন হতে পারে।" ………"মুহাম্মাদ (সঃ)-এর উম্মাতের সকল গুনাহগার মু'মিন, কাফের নয়।" ………"বান্দা ঈমান থেকে খারেজ হয় না, কিন্তু শুধু সে জিনিসকে অস্বীকার করে, যে জিনিস তাকে ঈমানে দাখিল করেছে।"

গুনাহগার মু'মিনের আঞ্জাম

মু'মিনের জন্য গুনাহ ক্ষতিকর—এমন কথা আমরা বলি না। মু'মিন জাহান্নামে যাবেনা, তাও আমরা বলি না; সে ফাসেক হ'লে চিরকাল যাহান্নামে থাকবে—এমন কথাও আমরা বলি না। "আর মুর্যিয়াদের মতো আমরা এ কথাও বলিনা যে, আমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো অবশ্যই ক্ষমা করা হবে।" ………আহলি কেবলার মধ্যে কারো জান্নাতী হওয়ার ফায়সালা আমরা করিনা, জাহান্নামী হওয়ারও না। আমরা তাদের ওপর কুফর, শিরক এবং মুনাফিকীর হুকুমও আরোপ করিনা—যতক্ষণ তাদের দ্বারা এমন কোন বিষয়ের কার্যত প্রকাশ না পাওয়া যায়। তাদের নিয়াতের ব্যাপার আমরা আল্লার ওপর ছেড়ে দিচ্ছি।"

ইমাম আবু হানীফার (রঃ) মতামতের ব্যাপক উদ্ধৃতির পর মওলানা মওদূদী মন্তব্য করেন, "এমনিভাবে ইমাম শীআ, খারেজী, মু'তাযিলা এবং

www.nagorikpathagar.org

মু'তাযিলাদের চরম মতামতের মধ্যে এমন এক ভারসাম্যপূর্ণ আকিদা পেশ করেন, যা মুসলিম সমাজকে বিশৃংখলা, পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-বিদ্বেষের হাত থেকে রক্ষা করে, মুসলিম সমাজের ব্যক্তিবর্গকে নৈতিক দেউলিয়াপনা এবং গুনাহের কাজে উদ্বুদ্ধ হওয়া থেকেও বারণ করে। যে বিপর্যয়কালে তিনি আহলে সুন্নাতের আকীদার এ ব্যাখ্যা পেশ করেছিলেন, তার ইতিহাস দৃষ্টির সামনে তুলে ধরলে এটা তাঁর বিরাট কীর্তি বলে মনে হয়; যদ্বারা তিনি উম্মাতকে সত্য-সরল পথে প্রতিষ্ঠিত রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। এ আকীদার অর্থ ছিল এই যে, নবী (সঃ) যে প্রাথমিক ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন উম্মাত তার উপর পূর্ণ আস্থাশীল। সে সমাজের ব্যক্তিবর্গ সর্বসম্মতিক্রমে বা সংখ্যাধিক্যের বলে যে ফায়সালা করেছিল, উম্মাত তা স্বীকার করে। তারা যে সব সাহাবীদের পরপর খলীফা মনোনীত করেছিলেন, তাদের খেলাফত এবং তাদের সময়ের ফায়সালাকেও উম্মাত আইনের মর্যাদায় সত্য সঠিক মনে করে। শরীয়াতের সে পূর্ণ জ্ঞানকেও উম্মাত গ্রহণ করে, যা সে সমাজের ব্যক্তিবর্গ (মানে সাহাবায়ে কেরাম)-এর মাধ্যমে পরবর্তী বংশধররা লাভ করেছে। যদিও এ আকীদা ইমাম আবু হানীফার (রঃ)-এর নিজের অধিকার নয়, বরং উম্মাতের বিপুল সংখ্যক লোক সে সময় এ আকীদা পোষণ করতো; কিন্তু ইমাম তাকে লিখিত আকারে সংগৃহীত করে এক বিরাট খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। কারণ, এদ্বারা সাধারণ মুসলমানরা জানতে পারে যে, বিভিন্নদলের মুকাবিলায় তাদের বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত মত এবং পথ কি।"

শীআ ও সুন্নী কারা আশা করি এ দীর্ঘ আলোচনায় তা স্পষ্ট ও পরিষ্কার। লক্ষ্যযোগ্য যে তাদের মধ্যে আল্লার কালাম রসূলুল্লার নবুয়ত,

তৌহিদ আখেরাত, নামাজ-রোজা-হজ-জাকাত ইত্যাদি ইসলামের মৌলিক বিষয়াদি নিয়ে মতভেদ হয়নি। তাদের মধ্যে মতভেদ হযরত আলীর (রাঃ) খেলাফতের প্রশ্ন নিয়ে। সুন্নী আলেম মওলানা মোহাম্মদ ছমির উদ্দিন তাঁর সম্প্রতি প্রকাশিত 'শিয়া-সুন্নী সম্প্রীতি' গ্রন্থে লিখেছেন, "সুন্নীদের মতো শিয়াগণও এ সমস্ত মৌলিক বিষয়াদির উপর ঈমান রাখেন। তারাও তওহীদ তথা আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসী। তারা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রাসুল বলে বিশ্বাস করেন। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায়কে ফরজ মনে করেন, যাকাত আদায় করেন, হজ করেন এবং রমযানের রোজা রাখেন, আল্লাহর ফেরেশতা, আসমানী কেতাবসমূহ এবং নবীগণের উপর ঈমান রাখেন। তারা পরকালে বিশ্বাস রাখেন এবং তকদীরের ভালমন্দ আল্লাহর হাতে বলে বিশ্বাস রাখেন আর কিয়ামতের দিন পুনরুত্থানে ঈমান রাখেন। ....কাজেই মৌলিক ব্যাপারে শিয়াগণ সাধারণ মুসলমান থেকে পৃথক নয়। (তউযীহুল মাসায়েল দ্রষ্টব্য)।

মওলানা সাহেব অন্যত্র লিখেছেন, "শিয়াগনও অন্যান্যদের ন্যায় ইসলামের অন্তর্ভুক্ত একটি ফির্কাহ বা অহনাদল। ইসলামের অন্যান্য ফির্কাহগুলো শাখা-প্রশাখায় স্বতন্ত্র মতামত রাখে, অনুরূপ শিয়াগণও গৌণ বিষয়গুলোতে ভিন্নমত পোষণ করেন। শিয়া-সুন্নী, মোতাজেলী, খারেজী, শাফেয়ী, হানাফী, মালেকী, হাম্বলী—কেউই ইসলামের মৌলিক আকীদায় দ্বিমত রাখেন না।"

কোরানের ন্যায় সুন্নাহকেও শিয়ারা মান্য করে। শিয়াদের হাদীসের কেতাব আল ফাকীর ৩/২০৩ নং হাদীসে যা বলা হয়েছে তা প্রণিধানযোগ্য

www.nagorikpathagar.org

বর্ণনাকারী আইয়ুব ইবনুলহোর বলেন, আবু আবদুল্লাহ (ইমাম হোসেইন) (আঃ) বলেছেন যে, যাবতীয় বিষয়কে আল্লার কিতাব এবং রাসুলের (দঃ) সুন্নাহর মানদণ্ডে বিচার করতে হবে। আর যে হাদীসটি কিতাবুল্লাহর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে না তা বানান গল্প বৈ কিছু নয়।

প্রসিদ্ধ শিয়া ইমাম হযরত ইমাম যাফর বলেন : যে কেউই সুন্নাহকে ডিঙ্গিয়ে যেতে চাইবে তাকে সুন্নাহ পালনে বাধ্য করা হবে।

উপরোক্ত তথ্যাদির ভিত্তিতে মওলানা সাহেব লিখেছেন. ' শিয়াগণ উল্লিখিত বর্ণনা মতে হাদীস তথা সুন্নাতে বিশ্বাসী তারা সুন্নাহ বিরোধী নয়। তাদেরকে পরিভাষণও সুন্নী জামায়াতে শামিল বলে গণনা না করলেও তাদের এই বিশ্বাসকে অস্বীকার করা যায় না। অবশ্য সুন্নাহ গ্রহণ ও বর্জনের বিচারে তফাত থাকতে পারে। ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের হাদীস গ্রহণের শর্তাবলী এক ছিল না। এমনকি ঐ ব্যাপারে ইমাম মুসলিম তাঁর কিতাবের ভূমিকায় কঠোর ভাষায় ইমাম বুখারীর সমালোচনা করেছেন। তাঁকে 'মুন্তাক্কি' (বিদ'আত পন্থী) পর্যন্ত বলেছেন। এতে ইমাম বুখারী সুন্নাহ বিরোধী বলে গণ্য হননা।

শিয়াদের হাদীস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে. সুন্নীদের হাদীসের সাথে অর্থের দিক দিয়ে অনেক মিল রয়েছে। অর্থাৎ সুন্নীদের হাদীস দ্বারা অনেক ক্ষেত্রে শিয়াদের সূত্রে বর্ণিত হাদীস সমূহের সমর্থন মিলে। আর হাদীস বিশারদগণ জানেন যে, সূত্রের বিভিন্নতায় কিছুই আসে যায় না। এমনকি দুর্বল সূত্রে বর্ণিত হাদীসও বিশুদ্ধ সূত্রের হাদীসের সমর্থনে গ্রহণীয় হয়ে থাকে।

www.nagorikpathagar.org

এমতাবস্থায় ঢালাওভাবে শিয়াগণকে সুন্নাহ বিরোধী 'আহলুন্নার' (জাহান্নামবাসী) বলে ফতোয়া দেওয়া নেহায়েত বাড়াবাড়ি হবে। বড়ই পরিতাপের বিষয় যে এ ধরণের ফের্কাহগত বাড়াবাড়ির দরুণ সকল ফের্কাহই প্রতিপক্ষের দ্বারা ধর্মচ্যুতির বদনাম নিয়েছেন। এ সব উগ্র ফতোয়াবাজদের দৌরাত্ম্য থেকে ইসলামের কোন জ্ঞানীগুণী আলেমও রেহাই পাননি।"

শিয়াসুন্নী মযহাব সম্পর্কে মওলানা সাহেব লিখেছেন, "শিয়া ইমামগণ বিশ্বাসযোগ্য সুন্নীবাদীদের গ্রহণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। হয়ত এ জন্যেই মযহাব চারটির মাসয়ালা-মাসায়েলের সাথে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখে।" ....শিয়াদের মাযহাব ও সুন্নী মাযহাব চারটির মধ্যে বেশ মিল রয়েছে। এর মধ্যে কোন আকাশ-পাতাল পার্থক্য নেই। শিয়াদের ইমাম যাফর সাদিক (আ:) ইমাম আবু হানীফার (র) ওস্তাদ ছিলেন। ইমাম সাহেব ইলমের সিংহভাগ তাঁর কাছ থেকেই পেয়েছেন। কাজেই হানাফী মযহা-বের মাসয়ালা -মাসায়েলের সাথে শিয়া মাযহাবের মাসয়ালা-মাসায়েলের অধিক মিল থাকাই স্বাভাবিক।"

উপরোক্ত দীর্ঘ বর্ণনার পর নিরপেক্ষ পাঠক সহজেই উপলব্ধি করতে পারেন যে শিয়া-সুন্নীগণের মধ্যে কোন মৌল ফারাক নেই। খেলাফতে রাশেদার আরো স্পষ্ট করে বললে হযরত আলীর (রা:) পতন ও উমাইয়া-আব্বাসীয়া স্বৈরাচারী শাসকদের উত্থানই যত বিপত্তির মূল। তাই শিয়া-সুন্নী উভয় সম্প্রদায়ই বৈধ ইমামত বা খেলাফত কায়েমে আগ্রহী ছিলেন। ইতিহাস পাঠ করলে জানা যায় উভয় সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠত্ব ব্যক্তিরা এ ব্যাপারে একে অপরের সহযোগিতা করেছেন ও সমানভাবে স্বৈরাচারী শাসকের নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। ইতিহাসের এই বাস্তব ঘটনা থেকে আমাদের

www.nagorikpathagar.org

মুখ ফিরিয়ে নেওয়া উচিত নয়। তাঁরা এমনটি করতে পেরেছিলেন এই কারণে যে, তারা জানতেন যে, সৎ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা ফরজ কারণ আল্লাহ বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে এমন একদল লোক থাকতেই হবে যারা মানুষকে ভাল কাজের দিকে ডাকবে, ন্যায় কাজের হুকুম দিবে ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখবে। এরাই সফলকাম।" তাঁদের কানে বাজতো আল্লাহপাকের এই সতর্কবাণী, 'তাদের মতো হয়োনা যারা নিজেদের মধ্যে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল ও তাদের কাছে স্পষ্ট সত্য আসার পরেও মতবিরোধ লিপ্ত হয়েছিল। তাদের জন্য রয়েছে ভয়ংকর শাস্তি। কেয়ামতের দিন কিছুলোকের মুখ হবে (সাফল্যের আনন্দে) উজ্জ্বল আর কিছুলোকের মুখ হবে (ব্যর্থতার বেদনায়) বিষাদক্লিষ্ট। সেই বিষণ্ণ বদনওয়ালাদের জিজ্ঞাসা করা হবে, 'তোমরা কি ঈমান আনার পর সত্য প্রত্যাখ্যান করনি ? এখন সত্য প্রত্যাখ্যান করার শাস্তির স্বাদ গ্রহণ কর।' এই সত্য প্রত্যাখ্যান, এই কুফরী ছিল সৎ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা না করে পারস্পরিক মতবিরোধে লিপ্ত হয়ে আসল দায়িত্ব পালনে অবহেলা করা।

www.nagorikpathagar.org

হযরত আলী (রাঃ) শিয়াদের মতে প্রথম ইমাম হলেও সুন্নীরা তাঁর প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাবাপন্ন নয় বরং তাঁর প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল। তাঁর খেলাফতের বৈধতা সম্পর্কেও তারা নিশ্চিত। তাঁকে তারা খেলাফতের রাশেদার মধ্যে শামিল করেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় ইমাম হযরত হাসান-হোসেনকেও (রাঃ) তাঁরা শিয়াদের চেয়ে কম শ্রদ্ধার চোখে দেখেন না। ইমাম জয়নাল আবদিনের প্রতি কোন সুন্নীই বিরূপ মনোভাব পোষণ করেন না। নবীবংশের প্রতি উভয় সম্প্রদায়ই গভীর শ্রদ্ধার মনোভাব পোষণ করেন। এমনকি খেলাফত ও ইমামতের প্রশ্নে মতভেদ থাকা সত্বেও শিয়া মযহাবের সুপ্রসিদ্ধ ইমাম হযরত হোসেনের (রাঃ) পৌত্র যায়েদ ইবনে আলীর কাছে ইমাম আবু হানীফা শুধু শিক্ষাগ্রহণই করেন নি বরং সমকালীন স্বৈরাচারী খলিফার বিরুদ্ধে সত্যিকার ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার সশস্ত্র সংগ্রামে তিনি তাঁকে জোরদার সহযোগিতা করেছেন। আর এটাও সবার জানা কথা যে, ইমাম আবু হানীফা সুন্নী মযহাবের সর্বপ্রধান নেতা। সত্যিকার ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার এ সংগ্রাম সম্পর্কে ঐতিহাসিক আবুল আলা মওদূদী লিখেছেন, "প্রথম ঘটনা যায়েদ ইবনে আলীর। শী-আদের যায়দিয়া ফেরকা নিজেদেরকে এ ঘটনার

www.nagorikpathagar.org

সাথে সম্পৃক্ত বলে দাবী করে। ইনি ছিলেন হযরত ইমাম হুসাইন (রাঃ) এর পৌত্র এবং ইমাম মুহাম্মদ আল বাকের-এর ভাই। তিনি তাঁর সময়ের বিরাট আলেম, ফকীহ, আল্লাহ-ভীরু এবং সত্যাশ্রয়ী বুযুর্গ ব্যক্তি। স্বয়ং ইমাম আবু হানীফা (রঃ) ও তাঁর কাছ থেকে জ্ঞান লাভ করেছেন। ১২০ হিজরী তথা ৭৩৮ ঈসায়ীতে হিশাম ইবনে আবদুল মালেক খালেদ ইবনে আবদুল্লাহ আল কাসরীকে ইরাকের গভর্নরের পদ হতে বরখাস্ত করে তাঁর বিরুদ্ধে অনুসন্ধান চালালে এ ব্যাপারে সাক্ষ্যদানের জন্য হযরত যায়েদকেও মদীনা থেকে কুফায় তলব করা হয়। দীর্ঘদিন পরে এই প্রথমবারের মত হযরত আলী (রাঃ)-এর বংশের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি কুফা আগমন করেন। কুফা শী-আদের কেন্দ্রস্থল। তাই তার আগমনে হঠাৎ আলভী আন্দোলন প্রাণসঞ্চার হয়। বিপুল সংখ্যক লোক তাঁর পাশে জড়ো হতে থাকে। এমনিতে ইরাকের অধিবাসীরা বছরের পর বছর ধরে বনী-উমাইয়াদের জুলুম-নির্যাতন সইতে সইতে অস্থির হয়ে উঠেছিল। আলীর বংশের একজন সত্যাশ্রয়ী আলেম ফকীহকে পেয়ে তারা ধন্য হলো, নিজেদের জন্য গনীমত মনে করলো। কুফার অধিবাসীরা তাঁকে নিশ্চয়তা দিয়ে জানায় যে, এক লক্ষ লোক আপনার সহযোগিতার জন্য

www.nagorikpathagar.org

প্রস্তুত। ১৫ হাজার লোক বায়আত করে যথারীতি নিজেদের নামও রেজিষ্ট্রীভুক্ত করেছে। এ সময়ে ভেতরে ভেতরে বিদ্রোহের প্রস্তুতিকালে উমাইয়া গভর্নরকে এ সম্পর্কে অবহিত করা হয়। সরকার অবহিত হয়ে পড়েছে দেখে যায়েদ ১২১ হিজরীর সফর মাসে (৭৪০ খৃঃ) সময়ের পূর্বেই বিদ্রোহ করে বসেন। সংঘর্ষ দেখা দিলে কুফার শী-আরা তাঁর সঙ্গ ত্যাগ করেন। যুদ্ধের সময় কেবল ২১৮ ব্যক্তি তাঁর সাথে ছিল। যুদ্ধকালে একটি তীরবিদ্ধ হয়ে তিনি প্রাণত্যাগ করেন।

এ বিদ্রোহে ইমাম আবু হানীফা (রঃ) এর সম্পূর্ণ সহানুভূতি তিনি লাভ করেন। তিনি যায়েদকে আর্থিক সাহায্য দান করেন, জনগণকে তাঁর সহযোগিতা করার দীক্ষা দেন। তিনি যায়েদের বিদ্রোহকে বদর যুদ্ধে রসূলুল্লাহ (সঃ) বহির্গমণের সাথে তুলনা করেন। এর অর্থ এই যে, তাঁর মতে তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) এর সত্যের ওপর থাকা যেমন সন্দেহমুক্ত ছিল, ঠিক তেমনি যায়েদ ইবনে আলীর সত্যের উপর থাকাও তেমনি সন্দেহমুক্ত। কিন্তু যায়েদের সহযোগিতা করার জন্য তাঁর কাছে যায়েদের পয়গাম পৌঁছলে তিনি বার্তাবাহককে জানান জনগন তাঁর সঙ্গ ত্যাগ করবে না, সত্য সত্যই তার সহ-

www.nagorikpathagar.org

যোগিতা করবে জানলে আমি অবশ্যই তার সাথে শরীক হয়ে জিহাদ করতাম। কারণ, তিনি সত্য সত্যই সঠিক ইমাম। কিন্তু আমার আশংকা হচ্ছে, এরা তাঁর দাদা সাইয়োদেনা হযরত হুসাইন (রাঃ) এর মতো তাঁর সাথেও বিশ্বাসঘাতকতা করবে। অবশ্য অর্থ দ্বারা আমি নিশ্চয় তার সাহায্য করবো। যালেম শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ব্যাপারে তিনি যে নীতিগত মত ব্যক্ত করেছিলেন, তার এ মত ছিল ঠিক তারই অনুরূপ। কুফার শী-আদের ইতিহাস এবং তাদের মনস্তত্ব সম্পর্কে তিনি ওয়াকেফহাল ছিলেন। হযরত আলী (রাঃ) এর সময় থেকে এরা ক্রমাগত যে চরিত্র এবং কার্যের পরিচয় দিয়ে আসছিলো, তার পূর্ণ ইতিহাস সকলের সামনে ছিল। কুফাবাসীদের বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কে যথাসময়ে অবহিত করে ইবনে আব্বাসের পৌত্র দাউদ ইবনে আলীও বিদ্রোহ করা থেকে যায়েদকে বারণ করেন। ইমাম আবু হানীফা (রঃ) এও জানতেন যে, এ আন্দোলন কেবল কুফায় চলছে। উমাইয়াদের গোটা সাম্রাজ্যের অপরাপর এলাকায় এর কোন চাপ নেই। অন্য কোন স্থানে এ আন্দোলনের এমন কোনও সংগঠনও নেই, যেখান থেকে সাহায্য পাওয়া যেতে পারে। আর কুফায়ও কেবল ক'মাসের মধ্যে এ অপরিপক্ক আন্দোলন দানা বেঁধে উঠেছে। তাই সকল

www.nagorikpathagar.org

বাহ্যিক লক্ষণ দেখে যায়েদের বিদ্রোহ দ্বারা কোন সফল বিদ্রোহ সাধিত হবে— এমন আশা তিনি করতে পারেননি। উপরন্তু তার এ বিদ্রোহে অংশ গ্রহণ না করার সম্ভবত এটাও অন্যতম কারণ ছিল যে, তখন পর্যন্ত তাঁর এতটা প্রভাবও হয়নি যে, তার অংশ গ্রহণের ফলে আন্দোলনের দুর্বলতা কিছুটা দূরীভূত হতে পারে। ১২০ হিজরী পর্যন্ত ইরাকের আহলুর রায় মাদ্রাসার নেতৃত্ব ছিল হাম্মাদের হাতে। তখন পর্যন্ত আবু হানীফা (র:) ছিলেন নিছক তাঁর একজন শিষ্য মাত্র। যায়েদের বিদ্রোহকালে তাঁর এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্ব গ্রহণের মাত্র দেড়-দুই বৎসর বা তার চেয়ে কিছু কমবেশী সময় অতিবাহিত হয়েছে। তখনও তিনি 'প্রাচ্যের ফিকাহবিদ'-এর মর্যাদায় অভিষিক্ত হননি, লাভ করেননি, এর প্রভাব এবং মর্যাদা।

নফসে যাকিয়্যার বিদ্রোহ

দ্বিতীয় বিদ্রোহ ছিল মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লা (নাফসে যাকিয়্যা) এবং তাঁর ভাই ইব্রাহিম ইবনে আবদুল্লার। ইনি ছিলেন ইমাম হাসান ইবনে আলীর বংশধর। ১৪৫ হিজরী

www.nagorikpathagar.org

তথা ৭৬২-৬৩ সালের ঘটনা। তখন ইমাম আবু হানীফা (রঃ) এর প্রভাব-প্রতাপ বিস্তার লাভ করেছে।

তাঁদের গোপন আন্দোলন বনী-উমাইয়াদের শাসনকাল থেকেই চলে আসছে। এমনকি, এক সময় আল মনসুর ও উমাইয়া সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহীদের সঙ্গে অন্যান্যদের সাথে নাফসে যাকিয়ার হাতে বায়আত গ্রহণ করে। আব্বাসীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর এরা আত্মগোপন করে। আর গোপনে গোপনে তাদের দাওয়াত বিস্তার লাভ করতে থাকে। খোরাসান, আলজিরিয়া, রায়, তাবারিস্তান, ইয়ামন এবং উত্তর আফ্রিকায় এদের প্রচারক ছড়িয়ে ছিল। নাফসে যাকিয়া হেজাযে তাঁর কেন্দ্র স্থাপন করেন। আর তাঁর ভাই ইব্রাহিমের কেন্দ্র ছিল ইরাকের বসরায়। ঐতিহাসিক ইবনে আসীরের উক্তি অনুযায়ী কুফায় ও তাঁর সাহায্যে একলক্ষ তরবারী ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্যত ছিল। এঁদের গোপন আন্দোলন সম্পর্কে আল মনসুর পূর্ব হতেই অবহিত ছিল এবং এদের ব্যাপারে ছিল অত্যন্ত সন্ত্রস্ত। কারণ আব্বাসীয় দাওয়াতের সমান্তরে সমান্তরে এদের দাওয়াতও ছিল। আর এই দাওয়াতের ফলে শেষ পর্যন্ত আব্বাসীয় সাম্রাজ্য

www.nagorikpathagar.org

প্রতিষ্ঠিত হয়। এদের সংগঠন আব্বাসীয় সংগঠনের চেয়ে কম ছিল না মোটেই। এ কারণে মনসুর কয়েক বৎসর যাবৎ এ আন্দোলন দমন করার চেষ্টা করে, তাকে প্রতিহত করার জন্য অত্যন্ত কঠোরতা অবলম্বন করে।

হিজরী ১৪৫ সালের রজব মাসে নাফসে যাকিয়্যা মদিনা থেকে কার্যত বিদ্রোহ শুরু করলে মনসুর অত্যন্ত সন্ত্রস্ত হয়ে বাগদাদ শহরের নির্মাণ কার্য ছেড়ে দিয়ে কুফায় গমন করে। এ আন্দোলনের মূলোৎপাটন পর্যন্ত তার সাম্রাজ্য টিকে থাকবে কিনা, সে নিশ্চিত ছিল না। মনসুর অনেক সময় উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে বলতো: "আল্লাহর শপথ! কি করি কিছুই মাথায় ধরছে না।" বসরা, ফারেস, আহওয়ায, ওয়াসেত, মাদায়েন সাওয়াদ ইত্যাকার স্থান থেকে পতনের খবর আসছিলো। চতুর্দিক থেকে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ার আশংকা ছিল। দীর্ঘ ২ মাস যাবৎ পোষাক পরিবর্তনের সুযোগ হয়নি তার, বিছানায় শোবার সুযোগ হয়নি, সারা রাত সালাতের মুসাল্লায় কাটিয়ে দিতো। কুফা থেকে পলায়ন করার জন্য প্রতিনিয়ত সে দ্রুতগামী সওয়ারী প্রস্তুত করে রেখেছিল। সৌভাগ্য তার সহায়ক না হলে এ আন্দোলন তার এবং আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের ভিত ওলট-পালট করে ছাড়তো।

www.nagorikpathagar.org

এ বিপ্লবকালে ইমাম আবু হানীফা (রঃ) এর কর্মধারা ঐ খোরাসান বিদ্রোহ থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিল, ইতিপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি যে, সে বিদ্রোহের সময় মনসুর কুফায় অবস্থান করেছিল। শহরে রাতের বেলা কারফিউ লেগেই থাকতো। তখন তিনি জোরে শোরে সে আন্দোলনের প্রকাশ্য সহযোগিতা করেন। এমনকি, তার শাগরেদরা আশংকা বোধ করেন যে, আমাদের সবাইকে বেঁধে নিয়ে যাবে। তিনি জনগণকে ইবরাহিমের সহযোগিতার দীক্ষা দিতেন, তাঁর বায়আত করার জন্য উপদেশ দিতেন। ইবরাহিমের সাথে বিদ্রোহে অংশ গ্রহণকে তিনি নফল হজ্জের চেয়ে ৫০ বা ৭০ গুন বেশী পুণ্যের কাজ বলে অভিহিত করতেন। আবু ইসাহক্ আল ফাযারী নামক জনৈক ব্যক্তিকে তিনি একথাও বলেন যে, তোমার ভাই ইব্রাহীমের সহযোগিতা করছেন। তোমার কাফেরের বিরুদ্ধে জেহাদ করা থেকে তোমার ভাই এর কাজ অনেক উত্তম। আবুবকর আল-জাস্সাস আল-মুয়াফ্ফাক, আল-মাক্কী, ফতাওয়া-ই-বাযয্ যিয়ার রচয়িতা ইবনুল বাযযায্ আল কারদারীর মতো উঁচু মর্তবার ফকীহরা ইমামের এ উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। এ সব উক্তির স্পষ্ট অর্থ এই যে, তাঁর মতে মুসলিম সমাজকে অযোগ্যহীন নেতৃত্বের গোলযোগ থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করা বাইরের কাফেরদের সঙ্গে যুদ্ধ করার চেয়ে অনেক গুন অধিক মর্যাদার কাজ।

www.nagorikpathagar.org

তাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং বিস্ময়কর পদক্ষেপ ছিল এই যে, তিনি আল-মনসূরের একান্ত বিশ্বাসভাজন জেনারেল এবং প্রধান সেনাপতি হাসান ইবনে কাহতোবাকে নাফসে যাকিয়্যা এবং ইবরাহিমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত করেন। তাঁর পিতা কাহতোবা ছিলেন সে ব্যক্তি, যাঁর তরবারি আবু-সেলিমের দূরদর্শিতা ও রাজনীতির সাথে মিশে আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের ভিত্তি পত্তন করেছে। তাঁর মৃত্যুর পর তদীয় পুত্রকে প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করা হয়। সেনাপতিদের মধ্যে আল-মনসূর তাঁকেই সবচেয়ে বেশী বিশ্বাস করতেন। কিন্তু তিনি কুফায় অবস্থান করে ইমাম আবু হানীফা (র:) এর ভক্তে পরিণত হন। একবার তিনি ইমামকে বলেন, আমি এ পর্যন্ত যতবার পাপ করেছি অর্থাৎ (মনসূরের চাকরী করতে গিয়ে আমার হাতে যে সব অন্যায়-অত্যাচার হয়েছে) তা সবই আপনার জানা আছে। এসব পাপ মোচনের কি কোন উপায় আছে? ইমাম সাহেব বলেন, "আল্লাহ যদি জানেন যে, তুমি তোমার কাজের জন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত, ভবিষ্যতে কোন নিরপরাধ মুসলমানদেরকে হত্যার জন্য তোমাকে বলা হলে তাকে হত্যা করার পরিবর্তে নিজে হত্যা হতে যদি প্রস্তুত হও; অতীত কার্যাবলীর পুনরাবৃত্তি করবে না— আল্লাহর সঙ্গে শরীক করবে

www.nagorikpathagar.org

না— আল্লার সঙ্গে এ মর্মে অঙ্গীকার করলে এটা হয়তো তোমার বড় তাওবা।" ইমাম সাহেবের এ উক্তি শুনে হাসান তাঁর সামনেই অঙ্গীকার করেন। এর কিছুকাল পরই নাফসে আকিয়া। এবং ইবরাহিমের বিদ্রোহের ঘটনা সংঘঠিত হয়। মনসুর হাসানকে এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাওয়ার নির্দেশ দেয়। তিনি এসে ইমামের নিকট তা জানান। ইমাম বলেন, "এখন তোমার তাওবার পরীক্ষার সময় এসেছে, প্রতিজ্ঞায় অটল থাকলে তোমার তাওবা ঠিক থাকবে। অন্যথায় অতীতে যা করেছো, তার জন্যেও আল্লাহর কাছে ধরা পড়বে আর এখন যা করবে, তার শাস্তিও পাবে।" হাসান পুনরায় নতুন করে তাওবা করে, ইমামকে বলেন আমার প্রাণ-নাশ করা হলেও আমি এ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করবো না। তাই তিনি মনসুর-এর নিকট গিয়ে স্পষ্ট জানিয়ে দেন, "আমিরুল মু-মিনীন! আমি এ যুদ্ধে যাবো না। এ পর্যন্ত আমি আপনার আনুগত্যে যা কিছু করেছি, তা আল্লাহর আনুগত্যে হলে আমার জন্য এটুকুই যথেষ্ট আর তা যদি আল্লার অবাধ্যতায় হয়ে থাকে তা হলে আমি আর পাপ করতে চাই না।" মনসুর এতে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়ে হাসানকে গ্রেফতারের নির্দেশ দেয়। হাসানের ভাই হামিদ এগিয়ে এসে বললেন, "বছর খানেক

www.nagorikpathagar.org

থেকে তাকে ভিন্নরূপে দেখছি। সম্ভবত তার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছে। আমি এ যুদ্ধে গমন করবো।" পরে মনসুর তার বিশ্বাসভাজন ব্যক্তিদের ডেকে জিজ্ঞেস করে, এ সকল ফকীহ-দের মধ্যে হাসান কার নিকট গমন করতো? বলা হয় অধিকন্তু আবু হানিফার (রঃ) এর নিকট তার যাতায়াত ছিল।

সফল ও সৎ বিচারের সম্ভাবনা থাকলে অত্যাচারীসম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ কেবল জায়েজ-বৈধই নয়, বরং ওয়াজেবও। ইমামের এ দর্শনের পুরোপুরি অনুকূলে ছিল তাঁর এ কর্মধারা।"

এ ব্যাপারে ইমাম সাহেবের দর্শন কি ছিল আশা করি তা আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। মরহুম মওলানা মওদুদী লিখেছেন, "মুসলমানদের নেতা যালেম ফাসেক হলে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা যায় কিনা?" এটা ছিল সে সময়ের এক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। স্বয়ং আহলুস সুন্নাহর মধ্যেও এ বিষয়ে মতদ্বৈততা ছিল। আহলুল হাদিসে (হাদিসে অনুসারীদের) এক বিরাট দলের মতে, কেবল মুখের দ্বারা এমন নেতার বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলতে হবে, তুলে ধরতে হবে সত্য কথা, কিন্তু বিদ্রোহ করা যাবে না। নেতা অন্যায় খুন খারাবী করলে,

www.nagorikpathagar.org

অন্যায়ভাবে জনগণের অধিকার হরণ করলে এমনকি স্পষ্ট ফিস্ক পাপাচার করলেও তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা যাবে না।

পক্ষান্তরে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মত ছিল এই যে, যালেমের নেতৃত্ব কেবল বাতেলই নয়, বরং তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহও করা যাবে। কেবল করা যাবে না, বরং করতেও হবে। অবশ্য এ জন্য শর্ত এই যে, সফল সার্থক বিপ্লবের সম্ভাবনা থাকতে হবে, যালেম-ফাসেকের পরিবর্তে সৎ-ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিকে ক্ষমতাসীন করতে হবে, বিদ্রোহের ফল কেবল প্রাণ হানি এবং শক্তি ক্ষয় হবে না। আবুবকর আল-জাসসাস তাঁর এ মতের ব্যাখ্যা করে লিখেছেন— যালেম অত্যাচারী নেতার বিরুদ্ধে যুদ্ধের ব্যাপারে তাঁর মযহাব প্রসিদ্ধ। এ কারণে আওযাঈ বলেছেন, আমরা আবু হানিফা (রহঃ)-এর সকল কথা সহ্য করেছি, এমনকি তিনি তরবারীর সাথেও একমত হয়েছেন অর্থাৎ যালেমের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সমর্থক হয়েছেন। আর এটা ছিল আমাদের জন্য অসহ্য। আবু হানীফা (রঃ) বলতেন, 'আমর বিল ম'রুফ ও নাহি আনিল মুনকার' প্রথমত মুখের দ্বারা ফরয। কিন্তু এই সোজা পথে কাজ না হলে তরবারী ধারণ করা ওয়াজেব।

www.nagorikpathagar.org

অন্যত্র আবদুল্লা ইবনুল মুবারকের উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি স্বয়ং ইমাম আবু হানীফা (রঃ)-এর একটি উক্তি উদ্ধৃত করেন। এটা সে সময়ের কথা, যখন প্রথম আব্বাসীয় খলীফার শাসনামলে আবু মুসলিম খোরাসানে যুলুম নির্যাতনের রাজত্ব কায়েম করেছিল। সে সময় খোরাসানের ফকীহ ইবরাহীম আস-সায়েগ ইমাম আবু হানীফা (রঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে 'আমর বিল মা'রূফ এবং নাহ্ই আনিল মুনকার' বিষয় আলোচনা করেন। পরে ইমাম নিজে আবদুল্লা ইবনুল মুবারকের নিকট এ আলোচনার বিষয় উল্লেখ করে বলেন, আমর বিল মারূফ ও নাহ্ই আনিল মুনকার ফরয-- এ বিষয়ে আমরা ঐক্যমতে উপনীত হলে হঠাৎ ইবরাহীম বলেন, হস্ত সম্প্রসারিত করুন আপনার বায়আত করি। তাঁর এ কথা শুনে আমার চোখের সামনে দুনিয়া অন্ধকার হয়ে যায়। ইবনুল মোবারক বলেন, আমি আরয করলাম এমন হোল কেন? তিনি জানালেন তিনি আমাকে আল্লার একটি অধিকারের দিকে আহ্বান জানাচ্ছে আর আমি তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করি। অবশেষে আমি তাকে বললাম, একা কোন ব্যক্তি এ জন্য দাঁড়ালে প্রাণ হারাবে। এ প্রাণ দান মানুষের কোন কাজে আসবে না। অবশ্য সে যদি একজন সৎ-সাহায্যকারী ব্যক্তি লাভ করে,

www.nagorikpathagar.org

নেতৃত্বের জন্যও এমন এক ব্যক্তি পাওয়া যায়, আমার দীনের ব্যাপারে যে নির্ভরযোগ্য, তাহলে আর কোন প্রতিবন্ধকতা নেই। এরপর ইবরাহীম যখনই আমার কাছে এসেছেন এ কাজের জন্য আমাকে চাপ দিয়েছেন, যেমন কোন মহাজন ঋণ আদায়ের জন্য করে থাকেন। আমি তাকে বলতাম, এটা কোন একক ব্যক্তির কাজ নয়। নবীদেরও এ ক্ষমতা ছিল না, যতক্ষণ না এ জন্য আসমান থেকে নির্দেশ আসে। এ দায়িত্ব সাধারণ দায়িত্বের মতো নয়। কোন একক ব্যক্তিই সাধারণ দায়িত্ব পালন করতে পারে। কিন্তু এটা এমন একটা কাজ যে, কোন ব্যক্তি একা এ জন্য দাঁড়ালে নিজের জান হারাবে। আমার আশংকা হচ্ছে, সে ব্যক্তি আপন প্রাণ সংহারে সহায়তার অপরাধে অপরাধী হবে। সে ব্যক্তি প্রাণ হারালে এ বিপদ মাথা পেতে নিতে অন্যদের সাহসও লোপ পাবে।"

লক্ষযোগ্য যে ইমাম সাহেবের মন্তব্যের মধ্যে যথেষ্ট প্রশস্ততা, প্রসারতাও বিচক্ষণতা রয়েছে। স্রেফ ফতোয়া নয়, বাস্তবজ্ঞানও লক্ষণীয়।

সৎ নেতৃত্বের প্রতিষ্ঠায় শুধু ইমাম আবু হানীফা (র:) নয়,

ইমাম মালেকও (রঃ) শিয়া ইমামের এ ব্যাপারে মওলানা মওদূদী (রঃ) লিখেছেন, "এ ব্যাপারে ইমাম মালেকের (রঃ) কর্মধারাও ইমাম আবু হানীফার (রঃ) পরিপন্থী ছিল না। নাফসে যাকিয়্যার বিদ্রোহকালে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়: আমাদের ঘাড়ে তো মনসুরের বায়আ'ত রয়েছে, এখন আমরা খেলাফতের অপর দাবীদারদের সহযোগিতা করতে পারি কিভাবে? এ প্রশ্নের জবাবে তিনি ফতোয়া দিয়ে বলেন: আব্বাসীয়দের বায়আত জোর-যবরদস্তী বায়আ'ত। আর জোর-যবরদস্তী বায়আ'ত— কসম-তালাক— যাই হোক না কেন— তা বাতেল। তাঁর এ ফতোয়ার ফলে অধিকাংশ লোক নাফসে যাকিয়্যার সহযোগী হয়ে পড়ে। পরে ইমাম মালেক (রঃ) কে ফতোয়ার শাস্তি ভোগ করতে হয়। মদীনার আব্বাসীয় শাসনকর্তা জা'ফর ইবনে সুলায়মান তাঁকে চাবুক মারেন, তাঁর হস্তকে স্কন্ধদেশের সাথে বেঁধে রাখা হয়।"

উপরোক্ত ঐতিহাসিক ঘটনা থেকে এ কথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, সৎ নেতৃত্বের প্রতিষ্ঠায় শিয়া-সুন্নী সমাজের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা মযহাবগত মতপার্থক্য সত্ত্বেও একমত ছিলেন, শুধু একমতই নয় একে অপরের সহযোগীও ছিলেন কিন্তু

www.nagorikpathagar.org

পরবর্তীকালে শিয়া-সুন্নী বাহাস বিতর্ক বৃদ্ধি পাওয়ার কারণ আসল লক্ষ্য বিস্মৃত হওয়া। অসৎ নেতৃত্বের উচ্ছেদের থেকে তারা পারস্পরিক ফতোয়াবাজী দ্বারা নিজেদের উচ্ছেদ সাধনেই ব্যস্ত ছিলেন বেশী। হযরত হোসেন (রাঃ) থেকে শুরু করে বারবার সশস্ত্র বিদ্রোহের ব্যর্থতা ও শান্তিপূর্ণ ও গণতান্ত্রিক উপায়ে পরিবর্তনের কোন পথ না পেয়ে বরং তারা প্রায় সকলেই সুফীবাদের নিষ্ক্রিয়তার ক্রোড়ে আত্ম বিসর্জন করেছিলেন। ফলে মুসলিম-জাহানে খেলাফতের নামে স্বৈরাচারী শাসকদের অচলায়তন বিবর্তন আসন গেড়ে বসেছিল। কিন্তু তৎ-সত্ত্বেও যখনই কোন ইমাম বা যুগনায়ক— তিনি শিয়াই হন বা সুন্নী হন— সত্যিকার ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা বা কুফরীর মোকাবেলায় অগ্রসর হয়েছেন তখনই আম মুসলিম জনতা তাতে সাড়া দিয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ জামালুদ্দিন আফগানীর কথা বলা যেতে পারে। তাঁর আহ্বানে শিয়া-সুন্নী সবাই সাড়া দিয়েছিল। ভারতে এটা খুব কম মুসলমানই জানে যে মোগলরা ছিল শিয়া। ভারতে মহররমের তাজিয়া প্রভৃতি আমদানি হয় তৈমুর-লংগের মারফতে। আকবরের সময়ে নওরোজ, যারকা-ই-দর্শন প্রভৃতি ইরানী প্রথা প্রচলিত হয়। নূরজাহান, আসফ খাঁ প্রভৃতি শিয়া ছিলেন। মুজাদ্দেদ এ-আলফেসানীর

www.nagorikpathagar.org

আন্দোলনের ফলে তাহতে সুন্নী প্রভাব বৃদ্ধি পায়। আওরঙ্গজেব আলমগীরের ন্যায় নিষ্ঠাবান সুন্নী মুসলমানও শিয়া মতবাদের প্রতি কতটা শ্রদ্ধাবান ছিলেন তা তাঁর শেষ জীবনের ওসিয়ত পাঠে জানা যায়। ওসিয়তনামার ২নং ধারায় বলা হয়েছে, "আমার টুপি সেলাই দ্বারা অর্জিত ৪ টাকা দু'আনা মহলদার আয়া বেগের কাছে জমা আছে। এই টাকাটা নিয়ে এই হতভাগ্য জীবের দাফন-কাফনের জন্য ব্যয় ক'রো, কোরাণ মজীদ নকল করার মজুরী বাবদ ৩০৫ টাকা আমার তহবিলে ব্যক্তিগত খরচের জন্য আছে। আমার মৃত্যুর দিনে তা ফকীর মিসকিনদের বিতরণ করে দিও। যেহেতু কোরাণ মজীদ নকল করা পয়সা শিয়াদের চোখে হালাল নয় তাই তা আমার দাফন-কাফন ও অন্যান্য প্রয়োজনে খরচ করোনা।" (History of Aurangazib দ্রষ্টব্য)

মোগল শাসনের অবসানের পর বাংলায় নবাবী আমল শুরু হয়। নবাব আলীবর্দী খাঁ, সিরাজউদ্দৌলা সবাই ছিলেন শিয়া কিন্তু বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার সুন্নী মুসলমানরা এ নিয়ে কখনও প্রশ্ন তোলেনি। বরং এদের নিয়ে তারা গর্বই করে। নবাবী আমলের পরে দানবীর হাজী মোহাম্মদ মহসীনের

www.nagorikpathagar.org

আবির্ভাব হয়। তিনিও শিয়া ছিলেন কিন্তু তাঁর স্মরণে সুন্নী কবি গোলাম মোস্তফা যে প্রশস্তিগাথা গেয়েছেন তা বাংলার মুসলমানের তাঁর এ প্রচেষ্টা সম্পর্কে ১৯৮৪ সালের ১২ই ডিসেম্বর তেহরান টাইমসে বলা হয়: During the late 19th century, Jamaluddeen Assad Abadi was one of those who struggle ardently in order to create mutual understanding between the Shiites and Sunnis. Endeavouring fervently and aspiring after his work Seyyed Jamaluddeen Assad Abadi who was better Known as "Afghani" decided to go amidst the caliphate of Ossman (attoman) in order to renew Jslamic Unity.

Although he spent a lifetime in Iran, Egypt and Jordan writing against despotism, he sought priority in planing for revolutionary amelioration of the Moslem society. He thought that in studying the society and making use

www.nagorikpathagar.org

of the available tools, he could better understand the Problem on this basis, he invited the Shirite Ulama to unity among them, many agreed with his reasoning and temporarily acaepted this unity as being to the betterment of the society at that time and tentatively put their own interests aside."

যুগে যুগে :— পুণ্যশ্লোক দানবীর মহাপ্রাণ হে হাজী মহসীন
কে বলে মরেছ তুমি? আছ চিরদিন।"

আর একজন সুন্নী কবি নজরুল ইসলাম যা বলেছেন তাও প্রণিধানযোগ্য :— মহাত্মা মহসীন

এ যুগে তুমিই শোধ করে এক আল্লার ঋণ,
অমাত্তনি বিত্ত নিত্য মুসাফির গৃহ-হীন
ইতিহাসে নয়, মানবহৃদয়ে তব নাম চিরদিন।"

জাষ্টিস সৈয়দ আমীর আলীও শিয়া কিন্তু তিনি কি শিয়া-সুন্নী নির্বিশেষে গোটা উম্মাহর জন্য ভাবেননি? শিয়া-সুন্নী নির্বিশেষে সবাই কি তাঁর জন্য গর্বিত নন? তাঁর Spirit of Islam, Histrry of Saracens, Mohmedan Law

www.nagorikpathagar.org

প্রভৃতি কি গোটা উম্মার সাধারণ সম্পদ নয়? তুর্কীর তথা-কথিত তুর্কী খেলাফত রক্ষার তাঁর অন্তর্বেদনা কি সুন্নী মোহাম্মদ আলীর তুলনায় কিছুমাত্র কম ছিল? মুসলিম ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলি জিন্নাহ কি শিয়া ছিলেন না? তাঁর সমসাময়িক-কালের সর্বশ্রেষ্ঠ সুন্নী মুসলমান আল্লামা ইকবাল কি তাঁর নেতৃত্বকে স্বাগত জানাননি? শিয়া হওয়া সত্বেও তিনি শিয়া-সুন্নী নির্বিশেষে পাক-ভারত উপমহাদেশের মুসলমানকে এক পতাকাতলে সমবেত করেন। সব যুগের কাণ্ডজ্ঞান সম্পন্ন শিয়া-সুন্নীরা কুফরীর মোকাবেলায় ও হকের প্রতিষ্ঠায় পরস্পর কাছাকাছি আসার ও পরস্পর সহযোগিতা করার নীতি গ্রহণ করেছেন। বাইরের দুশমন ও ভিতরের কাঠমোল্লারা অখুশী হলেও এটাই ছিল বাস্তব অবস্থা। মুসলমানদের আসল লক্ষ্য থেকে বিচ্যুৎ করার জন্য কাণ্ডজ্ঞানহীন মোল্লারা তাদের দৃষ্টি-সংকীর্ণতা অথবা কায়েমী স্বার্থের কারণে এই ঐক্যে ফাটল ধরাবার চেষ্টা করেছেন। উভয় মযহাবের মধ্যেই এ ধরণের লোকের অস্তিত্ব ছিল ও আছে কিন্তু উম্মতের প্রজ্ঞাবান আলেমরা উভয় সম্প্রদায়ের স্বাভাবিক মতপার্থক্য স্বীকার করে নিয়ে তাদের মধ্যে মিল্লাতী ঐক্য প্রতিষ্ঠার আপ্রাণ চেষ্টা করে গেছেন।

www.nagorikpathagar.org

এ শতাব্দীতে উপমহাদেশে ও উপমহাদেশের বাইরে এ ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গৃহীত হয়। উপমহাদেশের বাইরে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান হচ্ছে ইখওয়ানুল মুসলেমুনের প্রতিষ্ঠাতা মরহুম হাসান আল বান্নার। এ প্রসংগে ডঃ হামিদ উদ্দিন কাসমী লিখেছেন, "এটা সুবিদিত যে, ইমাম হাসান আল বান্না ১৯৮৪ সালে পবিত্র হজ্জে শিয়া ইমাম আয়াতুল্লাহ কাশানীর সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং উভয়ের মধ্যে একটি সমঝোতা প্রতিষ্ঠিত হয়।" রবার্ট জ্যাকসনের উক্তি দিয়ে লিখাহা উকতিলা হাসান (হাসান-আল-বান্নাকে কেন হত্যা করা হয়েছিল) গ্রন্থে বলা হয়েছে, "যদি এ মানুষটির জীবন দীর্ঘায়িত হতো, তাহলে এ দেশের জন্যে অশেষ কল্যাণলাভ সম্ভব হতো বিশেষ করে হাসান-আল-বান্না এবং অন্যতম শিয়া নেতা আয়াতুল্লা কাশানীর মধ্যে যে ঐকামত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো, তার ফলে সুন্নী-শিয়া বিরোধ নির্মূল করা যেতো। তাঁরা ১৯৪৮ সালে একে অপরের সাথে হেজাযে সাক্ষাৎ করেন। এর থেকে অনুমান করা যায় যে, তাঁরা পারস্পরিক আলোচনা ক্রমে একটি মৌলিক সমঝোতায় পৌঁছেছিলেন। কিন্তু এর অল্প কিছুদিন পরেই ইমাম হাসান আল-বান্নাকে শহীদ করা হয়।" এ সব তথ্য প্রদান করার পর লেখক নিম্নসিদ্ধান্তে এসেছেন :

www.nagorikpathagar.org

ক) সুন্নী ও শিয়া প্রত্যেকে একে অপরকে মুসলমান হিসাবে গন্য করে।

খ) উভয়ের মধ্যে বৈঠক, পারস্পরিক দৃষ্টি-ভঙ্গির উপলব্ধি এবং বিরোধ ও মতানৈক্য নিরসন সম্ভবপর। আর এ ধরণের উদ্যোগ গ্রহণ একান্ত জরুরী এবং এ কাজ দ্বীনি আদর্শ প্রতিষ্ঠায় সচেতন ইসলামী আন্দোলনের দায়িত্ব।

গ) শহীদ ইমাম হাসান-আল-বান্না এ লক্ষ্যে পৌঁছার জন্যে আপরিসীম চেষ্টা চালিয়ে গেছেন।"

এর ফলাফল অত্যন্ত শুভ হয়েছিল। ডক্টর ইসহাক মুসা আল-হোসাইন তাঁর 'আল ইখওয়ানুল মুসলিমুন— অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইসলামী আন্দোলন' গ্রন্থে বলেছেন, "মিসরে অধ্যয়নরত কিছু সংখ্যক শিয়া ছাত্র এ আন্দোলনে যোগদান করেছিলেন। এটাও অত্যন্ত সুবিদিত যে, ইরাকের ইখওয়ানুল মুসলেমুনে অনেক শিয়া মুসলমান যোগদান করেছিলেন। সিরিয়া সফরকালে নওয়াব সাফাভী ইখওয়ানুল মুসলেমুনের সিরিয়াস্থ নেতা ডক্টর মোস্তফা আল-সিবায়ীর সাথে সাক্ষাৎ করেন।

www.nagorikpathagar.org

ড: সিবায়ী সাফাভীর কাছে এই মর্মে অভিযোগ করেন, কিছু সংখ্যক শিয়া যুবক ধর্ম-নিরপেক্ষ জাতীয় আন্দোলনে যোগদান করছে। ড: সিবায়ীর এ অভিযোগের পর সাফাভী সুন্নী ও শিয়াদের বহু সংখ্যক সভা-সম্মেলণে যোগদান করেন। ঐ সমস্ত সভায় যোগদানকালে তিনি বলেন, "যে, কেউ সত্যিকার অর্থে জাফরী হতে চায়, তার উচিৎ ইখওয়ানুল মুসলেমুনে যোগদান করা।"

কে এই নবাব সাফাভী? তাঁর সম্পর্কে যা জানা যায় তা হচ্ছে এই যে, মযহাবগুলোর পুনর্মিলন উদ্দেশ্যে যে সংস্থা বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের শেষের দিকে কায়েম হয় তিনি ছিলেন তার অগ্রনেতা। অন্যতম ইসলামী চিন্তাবিদ ইখওয়ান নেতা সালিম আল বাহনাসাবী তাঁর 'আল সুন্নাহ-আল-মুফতারা আলায়হা' গ্রন্থে বলেন, ইসলামী মযহাবগুলোর পুনর্মিলন উদ্দেশ্যে সংস্থাটি গঠিত হওয়ার পর থেকে ইখওয়ানুল মুসলেমুনও শিয়াদের মধ্যে পূর্ণ সহযোগিতা বিদ্যমান ছিল। ইমাম হাসান আল-বান্না এবং ইমাম আল-কোমী এই সংস্থার কার্যক্রমে অংশ গ্রহণ করেছিলেন বলে সুস্পষ্টভাবে জানা যায়। "গ্রন্থের একই পৃষ্ঠায়" তিনি আরও বলেন, "এ জাতীয় সহযোগিতা

www.nagorikpathagar.org

মোটেই আশ্চর্যজনক বা অভাবিত কিছু নয়। কারণ, উভয় মতাবলম্বীদের আকিদাবিশ্বাস তাদেরকে এ পথেই পরিচালিত করে।"

নওয়াব সাফাভী ফিদায়ীনে ইসলাম' সংগঠনের নেতা ছিলেন। ফিদায়ীনে ইসলামই ইসরাঈলের বিরুদ্ধে স-শস্ত্র সংগ্রামে অগ্রণীর ভূমিকা পালন করে। নবাব মোহাম্মদ আলী আল ইশ্‌কী তার 'মুবরায আল-হারাকাত আল-ইসলামীয়া ফি আল আসর আল হাদীস' বা আধুনিক যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ইসলামী আন্দোলন গ্রন্থে আল ফিদায়ীনের নীতিমালার মর্মার্থ সম্পর্কে বলেন, "ইসলাম হচ্ছে একটি সর্বাত্মক জীবনব্যবস্থা। দ্বিতীয়তঃ মুসলমানদের মধ্যে অর্থাৎ সুন্নী ও শিয়াদের মধ্যে কোন সাম্প্র-দায়িকতা নেই।" সংগঠনের নেতা নওয়াব সাফাভী এই লক্ষ্যেই কাজ করে গেছেন। তিনি বলেছিলেন, "আসুন আমরা ইসলামের জন্য সম্মিলিতভাবে কাজ করি। ইসলামের মর্যাদার খাতিরে আসুন আমরা সংগ্রামে অবতীর্ণ হই আর অন্য সবকিছু ভুলে যাই। সুন্নী-শিয়া বিরোধকে উপলব্ধি করার সময় কি মুসল-মানদের জন্য এখনও আসেনি?" ১৯৫৪ সালে শিয়া-সুন্নী মিলনের উদ্দেশ্যে তিনি কায়রোয় এলে ইখওয়ানের তরফ থেকে তাঁকে উষ্ণ সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। ঐ সময় মিসরে কতিপয়

www.nagorikpathagar.org

ইখওয়ান নেতাকে গ্রেফতার করা হয়। এ সম্পর্কে তিনি যে বক্তব্য করেন তাও প্রণিধানযোগ্য :—'যখন জালেমরা দুনিয়ার যে কোন স্থানে ইসলামের খাদেমদের উপর অত্যাচার চালায়, তখন মুসলমানদের অবশ্যই তাঁদের মযহাবী বিরোধের ঊর্ধ্বে উঠে প্রতিবাদ প্রতিরোধ করতে হবে। নির্যাতিত ভাইদের সান্ত্বনা দিতে হবে, তাঁদের দুঃখ-কষ্ট বেদনার অংশ গ্রহণ করতে হবে। এটা নিঃসন্দেহ যে, ইতিবাচক ইসলামী সংগ্রামের মাধ্যমে মুসলিম সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রণীত শত্রুর পরিকল্পনাগুলো আমরা নস্যাৎ করে দিতে পারি।" অতঃপর তিনি অত্যন্ত মূল্যবান কথা বলেন, "বিভিন্ন মযহাবের অস্তিত্ব কোন দোষনীয় ব্যাপার নয় এবং আমরা সেগুলো রদ করে দিতে পারি না। কিন্তু আমাদের যা অবশ্যই করতে হবে, তা হলো: এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে না দেওয়া, যাতে দুশমনেরা ফায়দা হাসিল করতে পারে।"

তিনি মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে মন্তব্য করেন, "আমরা স্থির নিশ্চিৎ যে, অতি শীঘ্র বা কিছু বিলম্বে আমরা নিহত হবো কিন্তু আমাদের খুন ও কোরবানী ইসলামকে পুনরুজ্জীবিত করবে এবং ইসলামী আদর্শের আবার পুনরুত্থান হবে। ভক্ত ও

www.nagorikpathagar.org

ত্যাগই ইসলাম চায়। এ ছাড়া ইসলাম কখনোই পুনরুজ্জীবিত হবে না।" অতঃপর সত্যই তিনি শহীদ হন। ইরাণের তদানীন্তন শাহ তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেন। তাঁর এই অকাল প্রয়াণ সম্পর্কে ফাতহী ইয়াকীন তাঁর আল মওসুয়া আল হারাকাহ বা আন্দোলনের বিশ্বকোষ গ্রন্থে বলেন, "এ যুগে মুসলিম জাহানের জন্য তাঁর এ অপ্রত্যাশিত মৃত্যু ছিল এক অপূরণীয় ক্ষতি। একজন শিয়া মুসলিম এভাবেই ইখওয়ানের একজন মহান শহীদে পরিগণিত হলেন।"

'সুন্নী বনাম শিয়া : একটি দুঃখজনক বিতর্ক' প্রবন্ধের লেখক ডঃ হুজ্জুউদ্দিন ফারুকী আমাদের এ তথ্যও সরবরাহ করেছেন যে, "উত্তর ইয়েমেনের ইখওয়ানের নেতা ছিলেন আব্দুল মজীদ-আল-জিনদানী নামে জনৈক শিয়া। এ ছাড়া উত্তর ইয়েমেনের বিপুল সংখ্যক ইখওয়ানুল মুসলেমুন কর্মী শিয়া সম্প্রদায় ভুক্ত।

শিয়া-সুন্নী সম্প্রীতি স্থাপনে জামে আল-আজহারের প্রাক্তন রেক্টর অধ্যাপক মোহাম্মদ শালতুতেরও বিরাট অবদান রয়েছে। তিনি বলেছেন, "কিছু লোক ইসলামী মযহাবগুলোকে

www.nagorikpathagar.org

এক সূত্রে আবদ্ধ করার বিরোধী। তিনি বলেন যে এঁদের মতে মজহাবী পুনর্মিলনের লক্ষ্য হচ্ছে 'মজহাবগুলোকে ভেঙে দেয়া অথবা সেগুলোকে একসাথে মিশিয়ে ফেলা।' কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার যে তা নয় তা নবাব সাফাভী স্পষ্ট করে বলেছেন। যাহোক অধ্যাপক শালতুত আরও বলেন, "মজহাবী পুনর্মিলনের ধারনার তারাই বিরোধী যাদের জ্ঞান সংকীর্ণ এবং যাদের উদ্দেশ্য অসৎ ও হীন।"

শিয়া-সুন্নী মিলন ও জামাতে ইসলামী :

এবার উপমহাদেশের প্রসংগে ফিরে আসছি। উপমহাদেশে শিয়া-সুন্নী মিলন সম্পর্কে ইতিপূর্বে কিছু আলোচনা করেছি। এবার জামাতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা মরহুম মওলানার দৃষ্টি-ভঙ্গী সম্পর্কে আলোচনা করা যেতে পারে। মরহুম মওলানা নিজে নিষ্ঠাবান সুন্নী মুসলমান হলেও শিয়াদের তিনি মুসলমানই মনে করতেন। ইসলামকে তারা আহলে-বাইয়েতের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে সঠিক কাজ করেনি বলে তিনি মনে করতেন। স্বয়ং আহলে-বাইয়েতের ইমামগণও এ কাজ করেছেন বলে মনে হয় না। ইসলামী ঐক্য ও সংহতির স্বার্থে স্বয়ং শিয়া ইমামগণ খলীফাদের হাতে বায়াত নিয়েছেন। স্বয়ং হযরত আলী পূর্ববর্তী

www.nagorikpathagar.org

তিনি খলীফাদের হাতে বায়াত গ্রহণ করেছেন ও তাদের অধীনে ইসলামী খেলাফতের খেদমত করেছেন। ইমামত শিয়া-সুন্নী মিলনে তিনি যে ফতোয়া দেন আমরা তা নিম্নে উদ্ধৃত করছি :— "The religion of Islam does not require any of its folloness to necessarily ensue a certain indoctrination or a specific sect. On the contrary, any Moslem can follow any sect that has been stated clearly and correctly which has its lans and obligatiows collected in special books. Someone who follows one of the four major Sunni sects can change his sect to any other sect that he wishes The Jafari school of thought. more commonly Known as the Twelve Imami sect is as canonically Legal to follow as is the Sunni sect. Therefore it is worthy for the Moslems to take this fact into consideration and abstain from unrightful and unfair prejudices which they have toward certain sects. God's religion

www.nagorikpathagar.org

and laws are not to a certain exclusive sect. Anyoue who is not a Mujtahid is able to follow any sect, and this rule is applicable to both religious duties as well as daily transactions.

জামে-আজহারে শিয়া-সুন্নী ফেকার তুলনামূলক অধ্যয়নের সূচনা করে তিনি এক মৌলিক কাজের সূত্রপাত করেন। তাঁর ভাষায়, "The University of Al-Azhar has accepted the principle of 'affinity among Moslem sects' and has decided to have both Shi'ite and Sunni jurisprudence taught based on reasons disregarding prejudices."[*]

তিনি আরও বলেন, "I had always desired to be able to establish an affility which would cause Egyptions to be alongside Iranians, Lebanese, Iraqis and Pakistanis, and the Sunnis alongside with the Shi'ites and Zaidis, with their unity and cooperation being based on logic,

www.nagorikpathagar.org

reason, brotherhood and respect towards one another."

জামে-আজহারের আর এক প্রাক্তন ডীন শেখ মোহাম্মদ ফাহম শেখ মাহমুদ শালতুতের এই শুভ প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, "I am one of those who think highly of Sheikh Mahmood Shaltoot. In considering his morals, knowledge and a vast amount of information which he possessed along with his dexterity in reading and interpreting the Holy Quran, I have no doubt that his decree is anything other than my own beliefs"

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে অন্যান্য আরব দেশসমূহ ও ভারতীয় উপমহাদেশের ইসলামী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে জামে-আজহারের নীতি অনুসৃত হয়নি। এখানে সর্বোচ্চ ইসলামী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান দেওবন্দে শিয়া-সুন্নী ফেকাহ্‌ তুলনামূলক অধ্যয়নের কোন ব্যবস্থাই ছিল না, এখনও নেই। ফলে মুসলমানদের বিভিন্ন উপদলের মধ্যে 'ইনফরমেশান গ্যাপ' সৃষ্টি হয়েছে। পরিণতি

www.nagorikpathagar.org

কত হৃদয়গ্রাহক হয়েছে একটা উদাহরণ দিলেই তা উপলব্ধি হবে। পঞ্চদশ হিজরী ও ইসলামী বিপ্লবের প্রথম বার্ষিকী উদযাপনের সময় বিশ্বের ইসলামী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ ইরানে সমবেত হন। একজন প্রত্যক্ষদর্শী লিখেছেন, "When we are in Iran we were taken to Qum. In our party was a certain Maulana Mufti Mahmud of Paskitan——— This Mufti did not go inside the Mosque to pray Dhwhr. He stayed outside in the coartyard beeause he wanted tou avoid praying behind a Shia. Inside the Mosque the Shi'ia ulama asked a Sunni alim to lead the prayer.

Two days later we went to Mashhad, another holy place of the Shi'ia· There a person move other than Mian Tufail, who is now Amir of Jama'at-e-Islami of Pakistan, suceossor to Moulana Mawdudi, led Sunnis in prayer seperate from the main congregation

www.nagorikpathagar.org

led by a Shi'ia. Let me tell you that most Sunnis who were present were totally sickened at this behaviour."

ভাববার কথা এই যে, ইসলামী ঐক্য-সংহতির আদর্শে উদ্বুদ্ধ সুন্নী নেতাদেরও এ অধঃপতন কেন? কারণ আর কিছুই নয় ঐক্যের তাগিদ তীব্রভাবে অনুভূত হলেও 'ইন্টেলেকচুয়াল গ্যাপের' ফলে এ ব্যাপারে করণীয় কি সুন্নী আলেমরা সে ব্যাপারে মতস্থির করে উঠতে পারেননি। এ ব্যাপারে কোন পদ্ধতির উদ্ভবও তাদের মধ্যে ঘটেনি। তাই এই কিংকর্তব্য-বিমূঢ়তা অপ্রত্যাশিত ঘটনাধারা সহসা শিয়া-সুন্নীদের এক প্লাটফর্মে এনে দিলেও শিয়া-সুন্নী ফেকার বিবর্তন হয়নি। কোন উল্লেখযোগ্য সুন্নী মুজতাহেদ এ ব্যাপারে নতুন পথের নির্দেশ দিতে পারেননি। যিনি এই নয়া-উদ্ভূত পরিস্থিতিতে নতুন ফরমূলা দিতে পারতেন, যাঁর সেই মানসিক সাহস ও যোগ্যতা দুই-ই ছিল শতাব্দীর সেই মহান সুন্নী মুজতাহেদ মরহুম মওলানা মওদূদী তখন মৃত্যুর পরপারে। তাই এই অচলাবস্থা।

এ প্রসংগে উপমহাদেশের অনুরূপ এক ঘটনার উল্লেখ করা বোধ করি অপ্রাসংগিক হবে না। একবার মুসলিম লীগের

www.nagorikpathagar.org

এক বিরাট সমাবেশে নামাযে তকবীর 'আল্লাহো-আকবর' ধ্বনিত হচ্ছিল। মরহুম মওলানা শাব্বির আহম্মদ উসমানী কায়েদে-আজমকে জিজ্ঞাসা করেন, 'আপনি এ সব করাচ্ছেন কেন?' কায়েদে-আজম জবাব দেন, 'ইসলামী ঐক্যের প্রদর্শনীর জন্য।' মরহুম মওলানা বলেন, 'আমি যদি আপনাকে ইসলামী ঐক্য প্রদর্শনীর আরও উন্নত পন্থা বলি আপনি কি তা গ্রহণ করবেন? জিন্নাহ সাহেব সম্মতিসূচক জবাব দেন। মরহুম মওলানা বলেন, 'এখনই অজু করে নামাজ পড়ার নির্দেশ দেন।' জিন্নাহ সাহেব প্রমাদ গুনলেন। তিনি বললেন, 'এখনই কে কার পিছনে নামাজ পড়বে এই নিয়ে গোলমাল শুরু হয়ে যাবে। তাতে ঐক্য নয়, অনৈক্যের প্রদর্শনীই অনুষ্ঠিত হবে।" এই হচ্ছে উম্মতের বাস্তব অবস্থা। যে নামাজ তাদের ঐক্য-বদ্ধ করতে এসেছিল সেই নামাজই তাদের বিরোধের প্রতীক হয়ে আছে। এইসব সমস্যার জ্ঞানগত সমাধান ব্যতিরেকে উম্মতের পক্ষে প্রতীকী ঐক্য প্রদর্শনও অসম্ভব ব্যাপার। আমরা যদি উম্মতের ইসলামী ঐক্য চাই তা হলে এসব ধর্মীয় প্রশ্ন থেকে আমরা না পালিয়ে বাঁচতে পারি, না পিছনের দিকে ফিরে যেতে পারি বরং শিয়াদের স্থায় সুন্নীদেরও পরস্পরের পিছনে নামাজ পড়তে রাজী হয়ে যাওয়া উচিৎ। কারণ যারা

www.nagorikpathagar.org

পিছুর টানে থাকবে তারা পিছন পায়েই পড়ে থাকবে। যদি রসলুল্লাহ (দঃ) নির্দেশ হতো এবং হযরত আলী (রাঃ) যদি নিজেকে ইমাম ব'লে মনে করতেন তাহলে তিনি ইসলামী রাষ্ট্রপ্রধানের টাইটেল পরিবর্তন করে খলীফার স্থলে ইমাম উপাধি গ্রহণ করতেন। হযরত হাসানও (রাঃ) হযরত মুয়াবিয়ার (রাঃ) আনুগত্য মেনে নিয়েছিলেন। হযরত হোসেন (রাঃ) এজিদের অনুগত্য স্বীকার করেননি। কারবালার বিয়োগান্তক ঘটনায় শিয়া-সুন্নী সমভাবেই ব্যথিত ও হযরত হোসেন (রাঃ) সকলেরই আদর্শপুরুষ। 'ইমামত' পরবর্তীকালের চুলচেরা তাত্বিক বিতর্ক মাত্র। হযরত হোসেনের (রাঃ) দৌহিত্র যায়েদ ইবনে আলী ইবনে হুসাইনও স্বীকার করতেন যে, "হযরত আলীর (রাঃ)-এর স্বপক্ষে স্পষ্টত এবং ব্যক্তিগতভাবে রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর ব্যক্তিগত কোন নির্দেশ ছিল না। তাই এরা হযরত আবুবকর ও ওমর (রাঃ -এর খেলাফত স্বীকার করতেন।" এ কথাও সত্য যে, সাহাবীদের মধ্যেও কিছুলোক হযরত আলীকে (রাঃ) খেলাফতের প্রশ্নে যোগ্যতর মনে করতেন। এর মধ্যে অস্বাভাবিকতা কিছু নেই। কিন্তু পরবর্তীকালের লোকেরা এর পিছনে ইমামতের দর্শন খাড়া করেছে। এর যৌক্তিকতা নিয়ে বাদ-প্রতিবাদও হয়েছে, হচ্ছে এবং হবে

www.nagorikpathagar.org

কিন্তু তৎসত্বেও তারা মুসলমান কাফের নয়। শিয়া ফেরকা বা উপদল একটা বাস্তব অস্তিত্ব লাভ করেছে। মরহুম মওলানা মওদূদী (রঃ) এই বাস্তবতাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। জামাতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাকালে শিয়া সদস্য ছিলেন বলে মওলানা ছদির উদ্দিন উল্লেখ করেছেন। তা ছাড়া এটাও ঐতিহাসিক ব্যাপার যে, "পাকিস্থানের ইসলামী শাসন-তন্ত্রের মূলনীতি নির্ধারণের জন্য পাক আমলে করাচিতে সর্বদলীয়-উলামা সম্মেলন হয়েছিল। মরহুম সাইয়িদ আবুল আলা মওদূদীসহ তৎকালীন পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্থানের সকল মুসলিম ফিকাহর বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ সে সম্মেলনে যোগদান করেন। কাদীয়ানী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিও সম্মেলনে যোগদানের জন্য হাজির হন। মওলানা মওদূদীসহ সকল ফিকাহর ধর্মীয় নেতাগণ তাদেরকে কাফির বলে প্রত্যাখ্যান করেন অথচ শিয়াগণকে একটি ইসলামী ফিকাহ বলে গ্রহণ করেন। সম্মেলনে শিয়া মুজতাহিদগণকে তাঁরা প্রতিনিধিরূপে গ্রহণ করেন। তাদের শিয়া মতানুসারে নিজস্ব ফিকাহ মুতাবিক চলার শাসন-তান্ত্রিক অধিকার স্বীকার করে নেন। — — ঐ সম্মেলনে পেশ করার জন্যে একটি শাসন-তন্ত্র প্রণয়ন সাব-কমিটি গঠন করা হয়। বলতে গেলে মওলানা মওদূদী ছিলেন

www.nagorikpathagar.org

ওই সাবকমিটির সবকিছু। মরহুম মওলানা আতহার আলী খসড়া রচনায় সাইয়িদ মওদুদীর যত্ন-প্রচেষ্টার বিশেষ প্রশংসা করেছিলেন সেদিন।" প্রসংগত উল্লেখযোগ্য যে, মওলানা আতহার আলী শিয়া আলেম ছিলেন। ১৯৬৩ সালে ইরানে রেযা শাহের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী গণ আন্দোলন শুরু করলে শাহের সৈন্যদল জনতার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ১৯৬৩ সালের ৫ই জুন এই নির্মম জুলুমের ফলে ১৫০০ লোক শাহাদত বরণ করে। আয়াতুল্লাহ খোমেনীকে নির্বাসন দণ্ড দেওয়া হয়। মওলানা মরহুম শাহের এই জুলুম অত্যাচারের তীব্র নিন্দা করেন। স্বৈরাচারী শাহ ছিল ইসলামবিরোধী। অনুরূপ স্বৈরাচারী ও ইসলামবিরোধী ছিলেন আয়ুব খান ও তার পার্শ্বচর ভুট্টো। শাহের সমালোচনা করার কারণে মওলানা মরহুম ও জামায়াতের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয় যে তিনি পাকিস্তানের মিত্র দেশ ইরানের সাথে শত্রুতা সৃষ্টির বাতাবরণ সৃষ্টি করছেন। ১৯৬৪ সালে পাকিস্তানে পাক-জামায়াতকে বে-আইনী ঘোষণা করার সময় তার বিরুদ্ধে যে সমস্ত অভিযোগ করা হয় তার মধ্যে এই অভিযোগও ছিল যে তিনি পাকিস্তানের মিত্র দেশসমূহের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি করছেন। অতঃপর আয়াতুল্লাহ খোমেনীকে যখন নির্বাসন দণ্ড

www.nagorikpathagar.org

দেওয়া হয় তখন তাঁকে ইরাকে আশ্রয়দানের ব্যাপারে মরহুম মওলানা আপন প্রভাব প্রয়োগ করেন ব'লে শোনা যায়। ষাটের দশকে বায়তুল্লাহ কাবায় হজ উপলক্ষ্যে এই উভয় মনীষীর মধ্যে পারস্পরিক দেখাসাক্ষাতও হয়। তারপর ১৯৭৯ সালে ইরানে ইসলামী বিপ্লবের প্রাক্কালে মরহুম মওলানা এক বার্তাসহ তাঁর বিশেষ দূত প্যারিসে অবস্থানরত ইমাম খোমেনীর নিকট প্রেরণ করেন। ইরানে ইসলামী বিপ্লব সংঘটিত হলে মরহুম মওলানা আয়াতুল্লাহ খোমেনীকে 'A great Muslim of the age' অর্থাৎ 'যুগের এক মহান মুসলমান' হিসাবে স্বাগত জানান। তাঁরই প্রচেষ্টায় পাকিস্থান সরকার সর্বপ্রথম ইরানের ইসলামী সরকারকে স্বীকৃতি ও সমর্থন জানান। তিনি এই আন্দোলন সম্পর্কে এতটা উৎসাহী ছিলেন যে আমেরিকায় তাঁর অন্তিমশয্যায়ও তিনি এ সম্পর্কে উৎকর্ণ হয়ে থাকতেন। তিনি বলতেন ইরাণের ইসলামী আন্দোলন 'আমার হৃদস্পন্দন' স্বরূপ। মওলানার (র:) সঙ্গী তাঁর ডাক্তার পুত্রই মওলানা মরহুমের মৃত্যুর পর এসব তথ্য প্রকাশ করেছেন। ইরানের ইসলামী বিপ্লবকে স্বাগত জানাবার জন্য ইখওয়ান ও জামাত নেতৃবৃন্দও তেহরানে হাজির হন।

ইমাম খোমেনীর খেদমত

ইমাম খোমেনী (রহ:) নিষ্ঠাবান শিয়া হলেও শিয়া-সুন্নী

www.nagorikpathagar.org

মিলনে আগ্রহী ছিলেন। ইসলামী বিপ্লবীদের শ্লোগানই ছিল, "লা শিয়া লা সুন্নীয়া— সাউরা সাউরা ইসলামিয়া অর্থাৎ 'শিয়াও নয়, সুন্নীও নয়, কেবল ইসলামী বিপ্লব।' লা শারকিয়া, লা গারবিয়া,— সাউরা সাউরা ইসলামিয়া' অর্থাৎ প্রাচ্য নয়, পাশ্চাত্য নয়, কেবল ইসলামী বিপ্লব।' এক সাক্ষাতকারে ইমাম খোমেনীকে বিপ্লবের শিয়া প্রকৃতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। জবাবে তিনি বলেন, যে সব প্রশ্ন শিয়া সুন্নীদের ঐতিহ্যাগতভাবে বিভক্ত করে রেখেছে আজকের দিনে তা অপ্রাসঙ্গিক (The issues that have traditionally dicided the Shia and the Sunni are no longer relevant, We are all Muslim. This is an Islamic Revolution. We are all brothers together in Islam.) "তিনি শুধু সুন্নীদের প্রতিই এই উপদেশ দেননি তিনি শিয়াদের নির্দেশ দেন, 'হজ্জে গিয়ে সুন্নীদের মত কাজ করার যদিও তা ভুল হয় তবুও তোমরা তাই করবে।" তাঁকে হযরত আবুবকর ও ওমর (রাঃ) সম্পর্কে প্রশ্ন করেন চরমপন্থী শিয়ারা তাঁদের সম্পর্কে মন্দ ধারনা পোষণ করে। উত্তরে তিনিও বলেন, "যাদের স্বয়ং রসূলুল্লাহ (সাঃ) মেনে নিয়েছেন তাঁদের সম্পর্কে আমি বলবার কে? স্বয়ং খোমেনীর ওস্তাদ।

www.nagorikpathagar.org

এ ব্যাপারে তিনি জামে আজহারের তৎকালীন প্রধান আয়াতুল্লাহে বুটজবরদী ইতিপূর্বে শিয়া-সুন্নী মিলনের জন্য কোশেষ করে দেখেন শেখ আঃ মজীদ সালেমকে পত্রও লিখেছিলেন।

ইমাম খোমেনীর পূর্বে ডাঃ আলী শরীয়তীও ইমামত ও খেলাফতের প্রশ্নকে আজকের পরিপ্রেক্ষিতে এক অর্থহীন বিতর্ক বলে মনে করেন কারণ কার্যত ইমামতও নেই, খেলাফতও নেই যা আছে তা তাগুত। তাগুতের বিরুদ্ধে শিয়া-সুন্নীকে এক হতে হবে এটাই যুগের দাবী। বাস্তবপক্ষে ইসলামের দুশমনরাই শিয়া-সুন্নী মতপার্থক্য তাদের অসদুদ্দেশ্যে কাজে লাগাতে চেষ্টা করেছেন ও উম্মতের একটা অংশ অজ্ঞতাবশত এই ফাঁদে ধরা দিয়েছেন পণ্ডিত নেহেরুও এই সুযোগ নিতে চেয়েছিলেন। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে শিয়া-সুন্নী নির্বিশেষে মুসলমানরা লীগের পতাকাতলে সমবেত হলে নাস্তিক নেহেরু শিয়া-সুন্নী প্রসঙ্গ উত্থাপন করলে আল্লামা ইকবাল মিঃ নেহেরুকে তার উপযুক্ত জবাব দেন। তিনি শিয়া নেতা আগা খাঁর উক্তি উদ্ধৃত করে মিঃ নেহেরুকে বলেন, "Now the Pandit can judge whether Aga khan is Muslim or not." আগা খাঁ, আমীর আলী, আল্লামা ইকবাল, জিন্নাহ প্রভৃতি যুগবরেণ্য শিয়া-সুন্নী নেতারা উম্মতের অগ্রগতীর প্রশ্নে কুফরীর মোকাবেলায় একইসঙ্গে কাজ

www.nagorikpathagar.org

করেছেন। খোমেনী ও মওদূদী (রহঃ) তার বাস্তিক্রম নন বরং তাঁরা এই আকাঙ্খিত ধারাকে আরও অগ্রসর করে দিয়েছেন। মওলানা মওদূদীর (রহঃ) মৃত্যু হলে ইমাম খোমেনী তাঁকে 'An unique Personality' বা এক তুলনাহীন ব্যক্তিত্ব বলে অভিহিত করেন।

শিয়া বিদ্বেষ পোষণ না করার জন্য মওলানা মওদূদীর (রহঃ) উপর দোষারোপ করা হয়। ফেরকাপরস্তীতে আবদ্ধ না হওয়ার কারণে তাঁকে খারেজী, মুতাজেলা, শিয়া ইত্যাদি আখ্যায় আখ্যায়িত করে তাঁর তাগুতপরস্ত তথাকথিত সুন্নী বিরোধীরা মনের ঝাল মিটিয়ে থাকেন। এমনকি শিয়া ঐতিহাসিকদের উক্তি উদ্ধৃত করায় তাঁর সু-বিখ্যাত গ্রন্থ 'খেলাফত ও মুলুকিয়াত' কে অপদেস্তের বিবেচনা করা হয়। অথচ মওলানা মরহুমের অপরাধ কতটুকু তা তাঁর নিজের ভাষাতেই শুনুন:— "প্রথম ধরণের উৎসের মধ্যে ইবনে আবিল হাদীদের শীআ হওয়াটা স্পষ্ট। কিন্তু তা থেকে আমি শুধু এ ঘটনাটি গ্রহণ করেছি যে, সাইয়্যেদেনা আলী (রাঃ) তাঁর ভাই আকীল ইবনে আবু তালিবকেও অধিকারের চেয়ে বেশী কিছু দিতে অস্বীকার করেন। এমনিতেই এটি সত্য ঘটনা, অন্যান্য ঐতি-

www.nagorikpathagar.org

হাশিকরাও বলেন যে, এ কারণে আকীল তাইকে ত্যাগ করে বিরোধী শিবিরে যোগ দেন। উদাহরন স্বরূপ এসাব এবং আল-ইস্তিআব-এ হযরত আকীলের বর্ণনা দ্রষ্টব্য। এ কারণে ইবনে আবিল হাদীদ শীআ' বলেই এ সত্য ঘটনা অস্বীকার করা যায় না।"

অপর এক শিয়া ঐতিহাসিক সম্পর্কে তিনি বলেন, "সন্দেহ নেই, আল মাসউদী শীআ" ছিলেন। কিন্তু তিনি চরমপন্থী ছিলেন, এমন কথা বলা ঠিক নয়। তিনি 'মুরূজুয যাহাব'-এ হযরত আবুবকর এবং হযরত ওমর (রাঃ) সম্পর্কে যা কিছু বলেছেন, তা পড়ে দেখুন। কোন চরমপন্থী শীআ' এদের সম্পর্কে এভাবে আলোচনা করতে পারে না। তা হলেও শীআদের প্রতি তার আকর্ষণ ছিল। কিন্তু আমি তাঁর এমন কোন কথা উল্লেখও করিনি, যার সমর্থনে অন্যান্য গ্রন্থ থেকে ঘটনাবলীর উদ্ধৃতি পেশ করিনি।"

মরহুম মওলানার ন্যায় শিয়া মুজতাহেদরাও তাঁদের আলোচনায় সুন্নীদের সংগৃহীত হাদীস ও ইমামদের মতামত শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করেছেন। এর বেশী আমরা কি আশা

www.nagorikpathagar.org

করতে পারি? শিয়ারা সুন্নী হয়ে যাবে কিংবা সুন্নীরা শিয়া হয়ে যাবে এমন তো সম্ভব নয়। যারা এমনটি আশা করেন তারাই ইসলামী ঐক্য-সংহতির শত্রু। এ প্রসঙ্গে জর্জ বার্ণার্ড শ'য়ের মন্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে। তাঁর এক নাটকের সংলাপে বলা হয়েছে নক্ষত্রগুলো সুনির্দিষ্ট দূরত্বে অবস্থান করা সত্ত্বেও তাদের মধ্যে পারস্পরিক আকর্ষণ বিদ্যমান। যতক্ষণ পর্যন্ত এ সম্পর্ক সুসামঞ্জস্যতা সহকারে বিদ্যমান থাকবে ততক্ষণ পুরো পদ্ধতিটাই সঠিকভাবে কাজ করবে কিন্তু কেউ যদি নক্ষত্রগুলোর পারস্পরিক দূরত্ব হ্রাস করার চেষ্টা করে ও তাদের পরস্পরের দিকে টানা হেঁচড়া শুরু করে দেয় তাহলে নক্ষত্র-গুলোর একে অপরের গায়ে পড়ে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই শিয়া-সুন্নীকে ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য পারস্পরিক কক্ষ পথেই বিচরণ করতে হবে ও আমাদের বৈচিত্র্যের মধ্যেই ঐক্যের সংগ্রাম করতে হবে।

আমরা মরহুম মওলানা মওদূদীর কথাতেই এ প্রসঙ্গের ইতি টানতে চাই। তিনি লিখেছেন, "দ্বীন ইসলামের মূল বিষয়ে ঐক্যবদ্ধ ও ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় সম্পূর্ণ একমত থাকিয়া আইন ও বিধি নিষেধের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের ব্যাপারে

www.nagorikpathagar.org

নিষ্ঠাপূর্ণ গবেষণা পরিবেশনের মাধ্যমে স্বভাবতই যে মতবৈষম্য হইয়া থাকে, কোরআন তাহার বিরোধী নয়। কিন্তু যে বৈষম্য শুরু হয় স্বার্থপরতা, আত্মম্ভরিতা ও বক্রদৃষ্টির কারণে এবং যাহার পরিণতি হয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হওয়া এবং যাহা পারস্পরিক দ্বন্দ্বকলহ ও সুস্পষ্ট সংঘর্ষ, কোরআন এই ধরণের মতবৈষম্য আদৌ সমর্থন করিতে পারে না।

বস্তুতঃ এই দুই প্রকারের মতবৈষম্য মূল ব্যাপারের দিক দিয়া এক নয় এবং পরিণতি ও ফলাফলের দিক দিয়া এক নয় এবং পরিণতি ও ফলাফলের দিক দিয়াও পরস্পরের মধ্যে কোন সামঞ্জস্য নাই। কারণ এই দুই বিভিন্ন মতবৈষম্যকে 'এক' মনে করিয়া উভয়কেই 'অসঙ্গত' ঘোষণা করার কোনই যুক্তি নাই। মূলতঃ প্রথম প্রকারের মতবৈষম্য উন্নতির কারণ ও জীবনের প্রাণস্পন্দন। জ্ঞান ও চিন্তা-শক্তি সম্পন্ন প্রত্যেক সমাজেই এই ধরণের মতবৈষম্য বর্তমান থাকে। এইরূপ মত-বৈষম্য জীবন স্পন্দনের লক্ষণ বিশেষ। যে সমাজ বুদ্ধিমান ও প্রতিভাশালী মানুষের সমন্বয়ে গঠিত হয় নাই— হইয়াছে পচা কাঠের ন্যায় নিস্পন্দ ভোঁতা 'মানবাকৃতি বিশিষ্ট' জীবের সমষ্টিতে একমাত্র সেই সমাজেই বর্ণিত রূপ মতবৈষম্য হইতে মুক্ত বা শূন্য হইতে পারে।

www.nagorikpathagar.org

পরন্তু দ্বিতীয় প্রকারের মতবৈষম্য যে সমাজেই একবার মাথাচাড়া দিয়া উঠিয়াছে তাহা উহাকে চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া ছাড়িয়াছে। এইরূপ মতবৈষম্য সৃষ্টি হইলে বুঝিতে হইবে যে, সমাজদেহে কঠিন ও মারাত্মক রোগ প্রবেশ করিয়াছে। উহার পরিণাম কোন "উম্মতের" পক্ষেই ভাল হয় নাই— হইতেও পারে না। এই দুই প্রকারের মতবৈষম্যের পার্থক্য সুস্পষ্টরূপে বুঝিবার জন্য নিম্নলিখিত কথাগুলি অনুধাবনীয়।

এক প্রকার মতবৈষম্য হয় এইভাবে যে, খোদা ও রসূলের আনুগত্যের ব্যাপারে গোটা সমাজ একমত থাকিবে, কোরআন ও সুন্নাহকে আইনবিধানের উৎস হিসাবে সকলেই স্বীকার করিবে ইহার পর কোন আইনগত খুঁটি নাটি ব্যাপারের বিশ্লেষণ কিংবা কোন মোকদ্দমার রায় দানের ব্যাপারে দুইজন আলেমের মধ্যে মতবৈষম্যের সৃষ্টি হয়। কিন্তু মজার ব্যাপার এই যে, ইহারা কেহই নিজের মতকে চূড়ান্ত ও দীন-ইসলামের একমাত্র ভিত্তি মনে করেন না এবং এই ব্যাপারে বিপরীত মতাবলম্বনকারীকে দীন-ইসলামের বহির্ভূত বলিয়াও অভিযুক্ত করেন না। বরং উভয়েই নিজ নিজ মতের অনুকূলে যুক্তি-প্রমাণ পেশ করিয়া তাঁহাদের দায়িত্ব পালন করেন। অতঃপর তাঁহারা সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে

www.nagorikpathagar.org

চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব হয় জনমতের উপর, আদালতী ব্যাপার হইলে সর্বোচ্চ আদালতের কিংবা সমষ্টিগত ব্যাপার হইলে সমাজ তথা রাষ্ট্র ব্যবস্থার উপর একান্তভাবে অর্পণ করিবেন এবং দুই প্রকারের মতের মধ্যে যে কোন একটিকে গ্রহণ করিবেন কিংবা দুটিকেই সংগত বলিয়া ঘোষণা করিবেন।

আর এক প্রকারের মতবৈষম্য হয় দীন-ইসলামের মূল ভিত্তি সম্পর্কে অথবা কোন আলেম, সুফী মুফতী কিংবা কোন নেতা আল্লাহ এবং তাহার রসূল দীন-ইসলামের মৌলিক বিষয় বলিয়া গণ্য করেন নাই এমন ব্যাপারে কোন মত প্রকাশ করেন এবং উহাকে টানিয়া-হেঁচড়িয়া শুধুশুধুই দীন-ইসলামের মৌলিক বিষয় বলিয়া মনে করেন, অতঃপর উহার সহিত মতবৈষম্য-কারী প্রত্যেকটি ব্যক্তিকেই দীন-ইসলামের বহির্ভূত ঘোষণা করেন এবং নিজেদের সমর্থকদের লইয়া দল বানাইয়া উহাকে একমাত্র ও মূল 'মুসলিম উম্মাৎ' আর অন্যান্যদের 'জাহান্নামী' বলিয়া ঘোষণা করেন। বলেন, মুসলমান হইলেই এই দলে সামিল হও কিংবা এই দলের অন্তর্ভুক্ত হইলেই মুসলমান হইতে পারিবে অন্যথায় না।

বস্তুত। কোরআন মজীদ এই শেষোক্ত ধরণের মতবৈষম্য ও দলাদলির স্পষ্ট বিরুদ্ধতা করিয়াছে। প্রথম প্রকারের মত-

www.nagorikpathagar.org

বৈষম্য চিরদিনই ইসলামী সমাজে বর্তমান ছিল— এবং নবী করীমের (দ:) জীবদ্দশায় এই ধরণের মতবৈষম্যের একাধিক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। নবী করীম (দ:) এই মতবৈষম্যকে শুধু জায়েজই বলেন নাই, উহাকে প্রশংসা পর্যন্ত করিয়াছেন। কেননা এই ধরণের মতবৈষম্য প্রমাণ করে যে, জাতির লোকদের মধ্যে চিন্তা-গবেষণায় অধ্যয়ন অনুশীলন ও গভীরতর উপলব্ধির যোগ্যতা এবং প্রতিভা বর্তমান রহিয়াছে। এবং জাতির এইসব লোকদের মনে নিজেদের দীন-ইসলাম ও উহার আইনবিধান সম্পর্কে যথেষ্ট কৌতূহল বিদ্যমান রহিয়াছে। উপরন্তু তাহাদের যোগ্যতা প্রতিভা তাহাদের সামগ্রিক জীবন সমস্যার সমাধানের জন্য তাহাদের দীনের বাহিরে নয়— উহার ভিতরেই অনুসন্ধান করে। ফলে মূলনীতিতে ঐকামত থাকিয়া, নিজেদের ঐক্য ও সংহতি দৃঢ়তর করিয়া এবং সমাজের বিদগ্ধ ও প্রতিভাসম্পন্ন লোক-দিগকে সঠিক সীমার মধ্যে গবেষণা ও জ্ঞানান্বেষণের কাজ করার স্বাধীনতা দিয়া সমষ্টিগতভাবে গোটা-জাতির উন্নতি ও অগ্রগতির পন্থা নির্দেশ করা হয়।

—ইহাই আমার কথা, প্রকৃত জ্ঞান আল্লাহর নিকট, আমি তাঁহারই উপর ভরসা করিতেছি এবং তাঁহারই দিকে প্রত্যাবর্তন করিতেছি।"

www.nagorikpathagar.org

আশির দশকে

১৯৮০ সালে মওলানা মওদূদী (রহঃ)-র এক মূল্যবান প্রবন্ধ তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়। এটি ছিল রেডিও পাকিস্থানকে প্রদত্ত মরহুম মওলানার এক ঐতিহাসিক সাক্ষাৎকার। মওলানা মরহুমের ইন্তেকালের চারবছর আগে এটি লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। এতে মওলানা ইরাণী বিপ্লবের কয়েক বছর আগেই বলেছিলেন পাশ্চাত্য জাতিরা, "দুনিয়ার কোথাও স্বাধীন ইসলামী রাষ্ট্র হোক এ তারা কিছুতেই বরদাস্ত করতে রাজী ছিল না। ব্রিটিশ সরকারের জনৈক হোমরা-চোমরা ও চিন্তাশীল ব্যক্তি সম্ভবতঃ ১৯০৭ অথবা ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে একথা বলেন, মুসলমানগণ যদি স্বাধীনতা চায়, তাহলে তার জন্য আমরা প্রস্তুত। কিন্তু তারা যদি ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করতে চায় তাহলে তা আমরা কখনই তাদেরকে করতে দেব না। এ ধারণা ও মানসিকতা সমগ্র পাশ্চাত্য জাতিগুলির মস্তিষ্কে ছিল যে, দুনিয়ার কোথাও যেন ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হতে না পারে। আর কোথাও হয়ে গেলে তা টিকে থাকতে দেওয়া হবে না।" এ প্রসঙ্গে লর্ড ক্রোমারের যে উক্তিটি তিনি উদ্ধৃত করেছেন তাও প্রণিধানযোগ্য : England is prepared to grant eventual political freedom to all of her colonial possessions as soon as a generation of Intellectuals imbued through English education with the ideals of English cal-ture, are ready to take over, but under no circumastances the British Government tolerate for a single moment the will establishment of an Independent Islamic state anywhere in the world." অর্থাৎ ইংল্যাণ্ড তার সকল ঔপনিবেশিক অধিকারকে চূড়ান্ত

www.nagorikpathagar.org

স্বাধীনতা দান করতে প্রস্তুত। যখনই সে দেখবে যে, বুদ্ধিজীবীদের একটি প্রজন্ম ইংরেজী শিক্ষার মাধ্যমে ইংরেজী শিক্ষার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে শাসন ক্ষমতা হাতে নিতে প্রস্তুত হবে। কিন্তু দুনিয়ার কোথাও একটি স্বাধীন ইসলামী রাষ্ট্র হোক, ব্রিটিশ সরকার তা কিছুতেই এক মুহূর্তের জন্যেও বরদাশ্‌ত করবে না।"

মওলানা আজীবন এক স্বাধীন ইসলামী রাষ্ট্র গঠনের জন্য তৎপর ছিলেন। এজন্য তিনি প্রয়োজনীয় বুনিয়াদী কাজ সম্পাদন করতে চেষ্টার ত্রুটি করেননি। পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ এ সম্পর্কে কতটা বাখবর ছিলেন তা তাদের উক্তিতেই প্রমাণ. "Mauduqi's attempt is the strongest to dig out Islam from its historical grave." অর্থাৎ এক ঐতিহাসিক কবরখানা থেকে ইসলামকে খনন করে বার করে আনার ব্যাপারে মওদূদীর প্রচেষ্টাই সর্বোত্তম। ফেরাউনের অতন্দ্র প্রহরীরা তাই চারধারে সজাগ ছিলেন কিন্তু তাদের খিড়কী দরজা দিয়ে নতুন মূসার অনুপ্রবেশ ঘটবে ও তাদেরই কোলে তা লালিত-পালিত হবে তা তারা কস্মিনকালেও কল্পনা করেনি। এশিয়ায় তাদের সর্বপ্রধান দুর্গ ইরাণেই এই অসম্ভব সম্ভব হলো। মওলানার ভবিষ্যতবাণী অনুযায়ী পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ তাকে নস্যাৎ করার জন্য শিয়া-সুন্নী বিরোধের তুষের আগুনের ঘৃতাগ্নি ঢালতে লাগলেন। ইসলামী বিপ্লবকে রক্ষার স্বার্থেই শিয়া-সুন্নী ঐক্য প্রয়োজন হয়ে দাঁড়ালো। ইমাম খোমেনীর (রহঃ) উত্তরসূরী আয়াতুল্লাহ মন্তেজারী রসূলুল্লার (দঃ) ব্যক্তিত্বকে কেন্দ্র করে ঐক্য-সপ্তাহ পালনের ডাক দিলেন ১৯৮১ সালে। সুন্নীরা ১২ই রবিয়ল আউয়াল ও শিয়ারা ১৭ই রবিয়ল আউয়ালকে রসূলুল্লার (সাঃ) জন্মতারিখ বলে মনে করে। এই গ্যাপ পূরণের জন্য তিনি ১২ থেকে ১৭ই

www.nagorikpathagar.org

রবিয়ল আউয়াল। অর্থাৎ পুরো সপ্তাহটাই শিয়া-সুন্নী ঐক্য সপ্তাহ হিসাবে পালনের আহ্বান জানান। জুম্মার ইমামদের দ্বিতীয় বিশ্ব সম্মেলনে মুসলিম-উম্মার ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় তার মোদ্দাকথা হল :

(১) বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদী দাম্ভিকতার মোকাবেলায় ইসলাম ও মুসলমানের বিজয়ের জন্য ইসলামী উম্মার ঐক্য পূর্বশর্ত।

(২) একেশ্বরবাদী দৃষ্টিভঙ্গী ও সত্যিকার ইসলামী কৃষ্টির কারণে আমরা প্রাচ্য-পাশ্চাত্য শিবিরের উপর নির্ভরতার যে কোন পন্থাকে বাতিল বলে গণ্য করি এবং স্বাধীন স্বতন্ত্র ইসলামী চরিত্রের বিকাশের জন্য আমরা আমাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করবো।

(৩) ইসলাম-জগতের বুকে ইহুদীবাদের ধ্বংসাত্মক ও আক্রমণাত্মক ভূমিকাকে আমরা বড় ধরণের বিপদ ব'লে মনে করি এবং আল-আকসা মসজিদের প্রত্যার্পণের দাবী করি ও সর্বপ্রকার আপোষের নিন্দা করি। রমজান মাসের শেষ জুম্মাবারকে সার্ব্বজনীন আল-কুদস্ দিবস হিসাবে পালন করবো এবং ঐ দিন আন্তর্জাতিক ইহুদীবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাব।

(৪) ইসলামের সার্ব্বজনীন নীতি ও মুসলমানদের জীবনে তার গঠন-মূলক ভূমিকার বাস্তবায়ন দ্বারা ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরাণে এর মূল্য দেবো এবং এর প্রতিরক্ষা ও বিশ্বব্যাপী প্রসারে প্রাণপন চেষ্টা করবো।

(৫) ইসলামী ঐক্যের বাস্তব ঐক্য সম্পাদনের প্রশ্নে যুগসচেতন ইসলামী জ্ঞানসম্পন্ন নেতার প্রশ্নে আমরা ইসলামী বিপ্লবের নেতা ইমাম খোমেনীকে

www.nagorikpathagar.org

ইসলামের সত্যিকার নেতা হিসাবে গ্রহণ করেছি এবং মুসলমানদের তাঁর অনুসরণের আহ্বান জানাই।

(৬) ঔপনিবেশিকতা ও দাম্ভিকতার বজ্রমুষ্টি থেকে মুসলিম জাতির মুক্তিসাধনের মাধ্যমেই সত্যিকারের ইসলামী ঐক্য সম্ভব। সেইকারণে আমরা সব ইসলামী স্বাধীন এবং মুক্তি আন্দোলনকে সমর্থন করি এবং জোরেসোরে আফগানিস্থানের উপর রাশিয়ার, লেবননের উপর আমেরিকান ও ইসরাইলী হামলার নিন্দা করি।

(৭) ইরাকের বাথ সরকারের ইরাণের ইসলামী প্রজাতন্ত্রের উপর সরাসরি আক্রমণকে আমরা ইসলামী বিপ্লবকে প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে আক্রমণ বলে মনে করি এবং এই কারণে একে আমরা ইসলামের বিরুদ্ধে আক্রমণ হিসাবে নিন্দাজ্ঞাপন করি।

(৮) আমরা ইসলামী ঐক্যের প্রকাশ হিসাবে হজকে প্লাটফর্ম রূপে কাজে লাগাতে চাই যাতে ইসলামী উম্মাহ এ ব্যাপারে বাধা কোথায় সে ব্যাপারে জ্ঞাত হতে পারে। আমরা প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের শের্কমূলক প্রতীকাদি থেকেও নিজেদের বিরত রাখবো।

(৯) আমরা ইসলামী জুম্মার নামাজকে আরও মহিমান্বিত করে তোলার জন্য আমরা খোতবায় ইসলামী বিশ্বের ঘটনাবলীকে স্থান দিতে চাই যাতে নির্যাতিত মুসলমানদের কথা স্থান পাবে, স্থান পাবে প্রকৃত তথ্য ও আধিপত্যবাদীদের ষড়যন্ত্র খাতে এটা ঐক্য ও তথ্যাদির মূল কেন্দ্রে পরিণত হয়।

www.nagorikpathagar.org

আমার মনে হয় অন্যান্য প্রস্তাবাবলী সুন্নী মুসলমানদের নিকট কমবেশী গ্রহণযোগ্য হলেও ৫নং প্রস্তাব অর্থাৎ ইমাম খোমেনীকে নেতা হিসাবে মেনে নেওয়ার প্রস্তাব গ্রহণ করতে সুন্নী মুসলমানরা বর্তমান অবস্থায় রাজী হবেনা। বর্তমান অবস্থায় শিয়া-সুন্নী যৌথ নেতৃত্ব প্রয়োজন। ইসলামী আন্দোলনের শিয়া সুন্নী নেতৃবৃন্দের একত্র সম্মেলন ও বাস্তব কর্মসূচী গ্রহণ ও তার বাস্তবায়নের জন্য এক মঞ্চ গঠন প্রয়োজন। এই মঞ্চ পরিচালনার জন্য প্রয়োজন এমন এক ব্যক্তিত্বের যিনি বিতর্কিত পুরুষ নন অথবা সংখ্যাধিক্যের কাছে গ্রহণযোগ্য।

নেতৃত্ব চাপিয়ে দেবার জিনিস নয়। নেতৃত্ব যোগ্যতার বলে আপন আসন করে নেয়। ইমাম খোমেনীকে সে আসন করে নিতে হবে। উম্মাহ যদি তাঁকে নেতা হিসাবে মেনে নেয় উত্তম কিন্তু যদি কোন কারণবশত মেনে না নেয় তবে ঐক্যের স্বার্থে অপরের নেতৃত্ব মেনে নেওয়া প্রয়োজন। আমার বিশ্বাস তাঁর যোগ্যতাই তাঁকে কাম্য আসন দান করবে কিন্তু এটাকে শর্ত হিসাবে পেশ করা সমীচিন হবে না। এ প্রসঙ্গে একটা ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। মওলানা মওদূদী (রহঃ) উপমহাদেশের আলেম সমাজে জনপ্রিয় ছিলেন না। ইসলামের স্বার্থে মরহুম মওলানা আলেম সমাজের ঐক্যের জন্য প্রয়াসী ছিলেন। করাচীর সর্বদলীয় উলামা সম্মেলনে তিনি আহুত হন। আনুষ্ঠানিকভাবে তিনি নেতা হিসাবে গৃহীত না হলেও তিনি আপন যোগ্যতায় সম্মেলনকে তাঁর চিন্তাধারায় পরিচালিত করতে সমর্থ হন। মওদূদী বিরোধী ঐতিহাসিকও লিখতে বাধ্য হয়েছেন, "Maududi dominates the scene." অর্থাৎ "মওদূদী সম্মেলনে প্রাধান্য বিস্তার করেন।" ইমাম খোমেনীর ক্ষেত্রেও অনুরূপ অবস্থার উদ্ভব অবশ্যম্ভাবী।

www.nagorikpathagar.org

কিন্তু জামাত যদি মওলানা মওদূদীকে নেতা মেনে নেবার শর্ত পেশ করতো তাহলে উলামা সম্মেলনই হতো না। অনুরূপভাবে ইমাম খোমেনীকে নেতা মেনে নেবার শর্ত আরোপ করলে শিয়া-সুন্নী সম্মিলনের পক্ষে এক অহেতুক বাধার সৃষ্টি হবে ব'লে মনে হয়।

সুন্নী উলামা ও নেতৃবৃন্দের উচিত শিয়া-সুন্নী সমঝোতার এক ব্লুপ্রিন্ট তৈরী করা যেমন শিয়া নেতৃবৃন্দ উপরোক্তভাবে করেছেন। অতঃপর আলাপ-আলোচনার পর দেওয়া-নেওয়ার মনোভাব নিয়ে সমগ্র উম্মার জন্য এক গতিশীল প্রাণবন্ত সার্ব্বজনীন কর্মসূচী তৈরী করা ও তার বাস্তবায়নের জন্য ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়া প্রয়োজন। তবে আজ হোক কাল হোক ইনশাআল্লাহ এ ধরণের প্রচেষ্টা শুরু হবে বলে আশা করা যায়। আশার কথা এই যে মুসলিম উম্মার মাধ্য পরস্পরকে জানার আগ্রহ পূর্বের তুলনায় অনেক বেশী বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে। সম্প্রতি সৌদী আরবের জেদ্দায়, "Universal conference of Islamic Religions Jurisprudence" এই নামে এক সম্মেলন ১৯৮৬ সালের জানুয়ারী মাসে অর্থাৎ এ বছরের শুরুতেই অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। এই আন্তর্জাতিক ইসলামী ফেকা সম্মেলন ৪৫টি দেশের ৪৫ জন ফকীহ উপস্থিত হয়েছিলেন। এদের মধ্যে ২০ জন এমন ছিলেন যাঁদের এ ব্যাপারে আন্তর্জাতিক খ্যাতি রয়েছে। এঁরা ইজতেহাদী ক্ষমতাসম্পন্ন মুজতাহেদ। ২০টি প্রধান সমস্যা নিয়ে এই সম্মেলনে আলোচনা হয়। এতে যে সব সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত এই যে, ইসলামের যতগুলো ফেকা আছে সব ফেকার একটা বিশ্বকোষ জেদ্দা থেকে প্রকাশ করা হবে। এতে শিয়াদের জাফরী ফেকাহ সামিল রয়েছে। এই সম্মেলনে ইরানের ইসলামী

www.nagorikpathagar.org

প্রচার সংস্থার (IPO) উপপ্রধান হুজ্জাতুল ইসলাম মোহাম্মদ আলী তাসখিরি শিয়াদের প্রতিনিধিত্ব করেন। এসব কার্যকলাপের ফলে শিয়া-সুন্নী সমঝোতা সহযোগিতার পথ প্রশস্ত না হয়ে পারেনা। আমরা কবির ভাষায় বলতে পারি—

"আফতাব আজ ভুলেছে অপরিচয়
তাই আপনার চোখে লাগে আপনারে চিনিবার বিস্ময়।"

শেষ

www.pathagar.com

www.pathagar.com